



সুন্দরবন সহ সারা রাজ্যে এই সময় জাকিয়ে শীত পড়েছে। আর বুধবার থেকে ২য় বছরের চারদিনের পাখি উৎসব শুরু হলো সুন্দরবনে। সজনেখালিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই পাখি উসবের সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায় ... বিস্তারিত পাতা ৩



শীতের রাতে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দু'নম্বর রকের কালোখাঁতলা -১পঞ্চায়েতের কালিকাতলা বাজার এলাকায়।২৪পূর্ণা জুবলাপ নামে ওই সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে বুধবার রাতে। বিস্তারিত পাতা ৫



দিল্লির পাতিবালা হাউস কোর্ট সংসদের নিরাপত্তায় লক্ষ্মনের মামলায় নীলমের জামিনের আবেদন খারিজ। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক হরদীপ কৌর ১৬ জানুয়ারি রায় সংরক্ষণ করেছিলেন এবং জামিনের আবেদন খারিজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।... বিস্তারিত পাতা ৬



অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ১৫ তম আসর শুক্রবার বসছে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেবে আয়ারল্যান্ড ও আমেরিকা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

দরিদ্রদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার : প্রধানমন্ত্রী মোদি



নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : দরিদ্রদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বার্তালাপে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সরকার স্বচ্ছতা এবং সম্পূর্ণ সত্যতার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সরকার দরিদ্রদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাকা বাড়ি পেয়েছে ৪ কোটির বেশি পরিবার। এর মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি বাড়ি মহিলাদের নামে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভারতে নারী শক্তি কীভাবে ক্ষমতায়িত হচ্ছে, তার এটি আরেকটি উদাহরণ। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বার্তালাপ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, স্বাধীনতার পর এত দশক ধরে কেউ বহুলসাদের কথা চিন্তা করেনি। আমাদের সরকারই প্রথমবার বহুলসা সম্প্রদায়ের অসুবিধা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল এবং তাদের জীবনকে সহজ করতে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ২০১৯ সালে আমাদের সরকার কিন্নর সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য একটি আইন এনেছে। এই কারণে কিন্নর সম্প্রদায় সমাজে সম্মানজনক স্থান পেয়েছে এবং তাদের প্রতি বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে স্বনির্ভর গোষ্ঠী নেতা শুধুমাত্র কাগজপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল অথবা বেশিরভাগই গেটদের অন্তর্গত ভিড় জড়ো করার একটি মাধ্যম ছিল। আমাদের সরকারই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং খণ দেওয়ার সীমা ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করেছে। আমাদের সরকারের ১০ বছরে প্রায় ১০ কোটি বোন স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায় করছে কেন্দ্রীয় সরকার : রাহুল গান্ধী



শিবসাগর, ১৮ জানুয়ারি : ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’। আজ বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় নয়টায় নাগাল্যান্ডের তুলি থেকে আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী শিবসাগর জেলার হালুওটিঙে একটি ডিল্লার বাসে করে সপারাদ এসেছেন রাহুল গান্ধী। এখানে জাতীয় পতাকা বিনিময় করে কংগ্রেসের প্রচুর নেতা ও কর্মীরা উষ্ণ স্বাগত জানান। তাকে হালুওটিঙে আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন রাহুল। প্রদত্ত বক্তৃতায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ও অসম সরকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অন্যায় সংঘটিত করছে বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, গত ১৪ তারিখ (১৪ জানুয়ারি) মণিপুর থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছেন। এই যাত্রা মহারাষ্ট্র পর্যন্ত চলবে। বলেন, ‘এই যাত্রার উদ্দেশ্য শুধু ভারতের প্রতিটি ধর্ম ও বর্ণকে একত্রিত করা নয়, ‘ন্যায়’ দেওয়াও। আমরা এই যাত্রার নামের সাথে ‘ন্যায়’ যোগ করেছি। কারণ আমরা মনে করি, বিজেপি এবং আরএসএস দেশের মানুষের প্রতি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু অবিচার করছে। রাহুল বলেন, ‘ (ভারত জোড়ো ন্যায়) যাত্রা শংকরদেবের আদর্শের একটি যাত্রা। তিনি আপনাদের (মানুষকে) পথ দেখিয়েছেন, সবাইকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। অতএব ভারত জোড়ো যাত্রার লক্ষ্যও তাই।’ এর পরই রাহুল অসমের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। বলেন, ‘এই ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার চলেছে অসমে।’ তিনি তাঁর আশেপাশের ভারত জোড়ো যাত্রার প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন রাহুল। বলেন, আগেরবার তিনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত গোটা ভারত ভ্রমণ করেছেন। সে সময় জনতা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবার পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাত্রা করতো। তাই তিনি এবার মণিপুর থেকে অসম নাগাল্যান্ড হয়ে মুম্বাই পর্যন্ত ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ শুরু করেছেন। তাঁর যাত্রা সফল করার জন্য তিনি নাগাল্যান্ড এবং মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফের ইডি-র হাজিরা এড়িয়ে গেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল



নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাজিরা এয়িয়ে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পাটি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই নিয়ে চতুর্থবার ইডি-র হাজিরা এড়িয়ে গেলেন কেজরিওয়াল। আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার তলব করেছিল, এদিনও তিনি ইডি-র মুখোমুখি হননি। উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি চতুর্থবার সমন জারি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সন্মানে বৃহস্পতিবার হাজিরা দেওয়ার জন্য কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠানো হয়। এর আগেও একাধিকবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে ইডির জারি করা সমন এড়িয়ে যান। কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পাটি এদিন জানিয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে চিঠি লিখেছেন। বিজেপির লক্ষ্য তাকে গ্রেফতার করা এবং লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণে বাধা দেওয়া। ইডি লিখেছে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযুক্ত নন, তাহলে সমন ও গ্রেফতার কেন? দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা বিজেপিতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা দুর্নীতি করিনি, আমাদের কোনও নেতা বিজেপিতে যোগ দেননি না।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু

এটাই বইমেলায় স্থায়ী প্রাঙ্গণ : মুখ্যমন্ত্রী



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : হাড কাঁপানো শীতের দাপট ও ছিটেফোটা রুষ্টি গায়ে মেখে বৃহস্পতিবার সূচনা হল ৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইমেলায় উদ্বোধন করলেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ব্রিটিশ উপরাষ্ট্রদূত আলেক্স এলিস, সাহিত্যিক বাণী বসু। পারলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিন্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, ইন্ডনাল সেন, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, দেলা সেন, অপরূপা পোদ্দার, বিনীত গোয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, করুণাময়ীর সেন্ট্রাল পার্কই বইমেলায় স্থায়ী জায়গা। একথা পঞ্চাশের মায়ের বইমেলা নিয়ে লেখা নিজের একটি কবিতাও পাঠ করে শোনান তিনি। আগামী ৬১ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কিছু বছর আগে লেখা, বইমেলা নিয়ে নিজের একটি কবিতাও পড়ে শোনান তিনি, যা হল- ‘বাস্তবত বিকলের, দীর্ঘতম সন্ধ্যায়জমে উঠেছিল বইমেলা।বইশ্রেয়ীদের পবিত্র ছোঁয়ায় ধূলা মন্দিরের দুর্লভ সন্ধ্যায়,কত মানুষের কাঙ্ক্ষিত আনানোয়ার,কিছু মুহূর্ত দেখা হল বইশ্রেয়ী তেমনার ও আমার’। বইমেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৯৯৫

সাল থেকে তাঁর বই প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথম বই ছিল ‘উপলব্ধি’, যা প্রকাশিত হয়েছিল ‘দেশ’ থেকে। এখনও পর্যন্ত নয় নয় করে করে তাঁর লেখা ১৩৬টি বই বেরিয়ে গিয়েছে। এবছরের বইমেলা ধরলে বইয়ের সংখ্যা হবে ১৪৩। আগামী বছর সেই সংখ্যাকে ১৫০-এ নিয়ে যাবেন বলে জানতে পারেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাস্তায় যেতে যেতেও লিখতে ভাল লাগে তাঁর। কিন্তু লেখার জন্য তেমন সময় পান না। তিনি বলেন, অন্য কেউ যদি লিখে নিতেন, তাহলে আরও বই হতো। বইমেলা নিয়ে লেখা তাঁর কবিতাটি অনেক আগে লেখা বলেও জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতার বইমেলা বিশ্বমেলায় পরিণত হয়েছে। এককালে ছোট্ট, একটুকরো জায়গায়, এখন বহুপাঠ্যের মতো বইমেলা হতো। গান যেখানে মেলা হচ্ছে, অনেক জায়গায় রয়েছে। বইমেলা প্রাঙ্গণই কলকাতা বইমেলায় স্থায়ী জায়গা বলেও জানান তিনি। বইমেলা কমিটির হাতেই বইমেলায় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে, প্রতি বছর কমিটির সঙ্গে তাঁর সরকার বৈঠক করে, সবরকম সাহায্য প্রদান করে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ বারের বইমেলায় ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করছে। সেই তালিকায় রয়েছে আমেরিকা, ফ্রান্স, বাংলাদেশ, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, রাশিয়া, তাইল্যান্ড, পেরু, আর্জেন্টিনা,

কলম্বিয়া, মেক্সিকো, কিউবা, ডমিনিক রিপাবলিকের মতো দেশ। কলকাতা বইমেলাকে বিশ্ববোরা বলে অভিহিত করেন তিনি। বাংলা চিরকাল পথ দেখিয়ে এসেছে, তার জন্য বই পড়া জরুরি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও পড়ার অভ্যাস রপ্ত করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কিছু মানুষ সারাক্ষণ নিজের প্রচার করে বেড়ান। তিনি মাথা নত করে থাকায় বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ করে অনুষ্ঠান শেষ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে পুলিশের প্যাভিলিয়ন, জাগো বাংলা স্টল, পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপ উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গ স্টলে গিয়ে কিছু বইয়ের পাতা উল্টে দেখেন। লোকশিল্পীদের সঙ্গে গান করেন ও মহিলা ঢাকীদের সঙ্গে ঢাক বাজান। এবছর বইমেলায় থিম কাণ্ডি বিট্রেন, তাই ১৯জানুয়ারি বিট্রেন ডে, ২০জানুয়ারি বাংলাদেশ দিবস, ২১জানুয়ারি শিশু দিবস, ২৪জানুয়ারি প্রবন্ধের জন্য সিনিয়ার সিটিজেন ডে পালিত হবে। ছোট ও মাঝারি প্রকাশক ও লিটল ম্যাগাজিনের টেবিল মিলিয়ে স্টলের মোট সংখ্যা এক হাজার। সরাসরি ও যৌথভাবে মেলায় অংশগ্রহণ করছে কুড়িটি দেশ। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে সে দেশের ৫০টি প্রকাশনা আছে। বইমেলায় বিশেষ আকর্ষণ- ‘লিটরেচার ফেস্টিভেল’ অনুষ্ঠিত হবে ২৬ থেকে ২৮শে জানুয়ারি।

সংহতি মিছিলে অনুমতি হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ২২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংহতি মিছিলের অনুমতি দিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। খোপে টিকল না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপত্তি। তাঁর আর্জি খারিজ করে কলকাতা হাই কোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বৈধ শর্তানুসারে ওই সংশ্লিষ্ট মিছিলের অনুমতি দিয়ে দিল। ২২ জানুয়ারি অর্থাৎ অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের দিন রাস্তায় নামতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রিয়ো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন খাস কলকাতায় সংহতি মিছিলে হাটবেন মমতা। সর্ধর্ম সমন্বয়ের লক্ষ্যে কলকাতায় একটি জনসভাও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২২ জানুয়ারি সকালে কালীঘাটে মা কালীর পূজো দিয়ে হাজরা থেকে সর্ধর্মের লোককে নিয়ে মিছিল করবেন

মুখ্যমন্ত্রী। হাজরা থেকে মন্দির, মসজিদ গুরুদ্বার ছুঁয়ে পার্ক সার্কায়ে হবে জনসভা। এই সংহতি মিছিলকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। এই কর্মসূচি আদালত তৈরির চেষ্টা বলেই দাবি বিজেপির। মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি মিছিলের দিন বদলের দাবিতে হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে তাঁর দাবি ছিল, রামমন্দির উদ্বোধনের দিন রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বৈধ, শ্রুভেন্দুর দাবি আবেদন কার্যত খারিজ করে দিল। তবে মিছিলের অনুমতি দিলেও কিছু শর্ত চাপিয়েছে আদালত। হাই কোর্ট জানিয়েছে, কারও ধর্মীয় ভাবাবোধে আঘাত করবে, মিছিল থেকে এমন কোনও মন্তব্য করা যাবে না। তাছাড়া এই ধরনের মিছিলে যানবাহনের

সমস্যা হয়, সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়, রাজ্য এবং শাসকদলকে সেদিকটাও নজর রাখতে বলেছে হাই কোর্ট। এদিকে ‘সংহতি মিছিল’ সর্বাঙ্গিকভাবে সফল করতে রুক স্তর পর্যন্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে তার পরিকল্পনা। এই মিছিল এবং সভায় ধর্মগুরুদের সামনের সারিতে রাখার নির্দেশ শুদ্ধ হয়েছে। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মঙ্গলবার মমতা জানিয়েছেন, ওই দিন হাজরা মোড় থেকে মিছিল শুরুর আগে কালীঘাট মন্দিরে যাবেন তিনি। তৃণমূলের মিছিল বিজেপির মন্দিরে আড়ালের রাজনীতিকে প্রকাশ্যে আনাই তৃণমূলের লক্ষ্য, এমনটাই মনে করছে বাংলার রাজনীতির কারবারিরা। দলনেত্রীর ঘোষণার পর সেই কর্মসূচি রাজ্যের প্রতিটি জেলা তথা ব্লকে পৌঁছে দিতে নির্দেশনামা জারি করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বসি।

আত্মসমর্পণের জন্য সময় চাইল বিলকিস মামলার ৩ দোষী, আর্জি শুনতে সম্মত শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল বিলকিস বানো মামলার ৩ দোষী, মোট ১১ জন দোষীর মধ্যে ৩ জন বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। শীর্ষ আদালতের কাছে এই ৩ দোষীর আর্জি, জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য তাদের যেন সময় দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন শুনতে সম্মত হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান ৩ দোষী, যেহেতু জেল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের আত্মসমর্পণের দিন

শেষ হচ্ছে আগামী ২১ জানুয়ারি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট ৭৬-তম স্বাধীনতা দিবসে বিলকিসকাতোে সাজাপত্র ১১ জনকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ওই ধর্মের মামলার সাজাপত্রও অপরাধীরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল আদালত। গুজরাত সরকার ১১ অপরাধীর মুক্তির পক্ষে সওয়াল করেছিল জেলে ‘আচরণ’ করার কারণে ১১

জনকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের ছাড়পত্রও মিলেছিল। মুক্তির পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওই অপরাধীদের সংরক্ষণা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। মোয়াদ শেষ হওয়ার আগে ওই ১১ জন ধর্মকের মুক্তির বিরোধিতা করে শীর্ষ

লক্ষ্মীবারেই গর্তগৃহে প্রতিস্থাপিত করা হল রামলালার বাল্য মূর্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : রাজ্য পরিদর্শন করেছেন তিনি গতকালই। এমনকী নিজের প্রাসাদও ঘুরে দেখেছেন। আজ একেবারে লক্ষ্মীবারে মন্দিরের ভেতরের গর্তগৃহে প্রতিস্থাপন করা হল রামলালকে। ১৫০ থেকে ২০০ কেজি ওজনের মূর্তিটি গর্তগৃহের বেদিতে বসাতে নিয়ে আসা হয়েছিল ক্রেনে। কাকভালের মন্দিরের গর্তগৃহে প্রতিস্থাপিত হলেন অযোধ্যার রাজা। রামমন্দির কনস্ট্রাকশন কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, মূর্তিটি নিয়ে আসা হয়েছে একটি ট্রাকের মধ্যে করে। কারণ এতোটা ভারী মূর্তি কোনও প্রমিটের পক্ষে বারি আনা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কোনও ভাবে সেটা আঘাতও পেতে পারত। সেকারণে ট্রাকে বসিয়ে নিরাপদে গর্তগৃহের ভেতরে নিয়ে আসা হয় সেটি। রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন মৌদী থাকবেন অযোধ্যায়! বিরোধী নেতারা থাকবেন মন্দির-পূজো নিয়ে, ব্যতিক্রম বামেরা সেই ট্রাক থেকে আবার গর্তগৃহের বেদিতে মূর্তিটি বসাতে ক্রেনের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। মন্দিরের গর্তগৃহে মূর্তিটি নিয়ে আসার আগে বিশেষ পূজো করা হয়। তারপরে মধ্যরাত থেকে মূর্তিটি মন্দিরের ভেতরে নিয়ে আসার তোরজোর শুরু হয়েছিল। একেবারে পরিকল্পনা মার্কি সব কাজ ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। ১৭



তারিখ মূর্তিটি নিয়ে মন্দির পরিদর্শন হয়েছে শোভাযাত্রা করে। তারপরে ১৮ তারিখ টিক ভাঙে রামলালার মূর্তি মন্দিরের গর্তগৃহে প্রতিস্থাপিত করা হয়। কৃষ্ণ শিলার উপরে খোদাই করে তৈরি হয়েছে মূর্তিটি। কর্মটিকের মাইসোরের শিল্পী অরুণ যোগীরা সেটি তৈরি করেছেন। মূর্তিটি এতো সুন্দর করে তৈরি হয়েছে যে রামলালার মুখ দেখে মনে হবে ৫ বছরের শিশুর সারল্য। এর ওজন ১৫০ থেকে ২০০ কেজি। এই মূর্তির পাশাপাশি প্রাচীন মূর্তিটিও গর্তগৃহে প্রতিস্থাপন করা হবে। যেটি গত ৭০ বছর ধরে অযোধ্যার পূজিত হচ্ছে। রামলালার মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অনুষ্ঠান হবে ২২ জানুয়ারি। এমনই জানিয়েছেন মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান চম্পত রাই। প্রাণ

প্রতিষ্ঠার আগে দেবতাদের যে পূজো করা হয় সেটা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মোট ২১ জন পুরোহিত মিলে সেই পূজো অর্চনার অনুষ্ঠান করছেন। আগামী ২২ জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূল অনুষ্ঠানটি হবে দুপুরে অভিজিৎ মুহুর্তে। দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে শুরু হবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। দুপুর ১টার মধ্যে সেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এদিকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে এখন মাজোসাজো রব। ইতিমধ্যেই শোভাযাত্রা পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে। আমন্ত্রিতরা আসছেন আগের দিন থেকে। একাধিক ভিডিওআইপিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। প্রথমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল থেকেই কঠোর ব্রত পালন শুরু করেছেন। একবেলা আহার করছেন এবং মাটিতে ঘুমাচ্ছেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা সমাপ্তির পর তিনি তাঁর ব্রত ভাঙবেন বলে জানা গিয়েছে।

পিএসসি-র চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ পূরণের নির্দেশ রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একাধিক সদস্যপদ খালি। শুধু তাই নয় চেয়ারম্যান পদেও কাউকে বহাল করা হয়নি। যার ফলে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সকাল পদ পূরণের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করার কড়া নির্দেশ দেন। রাজভবন থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানান হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যের মানুষের অভাব অভিযোগ জানতে রাজভবনে চালু করা হয়েছে পিস রুম। যেখানে সাধারণ মানুষ নিজদের অভিযোগ সরাসরি রাজ্যপালকে জানতে পারেন। সেখানে প্রতিদিন চাকরি প্রার্থীদের এই সংক্রান্ত বহু অভিযোগ জমা পরছে। মূলত পিএসসি বোর্ড গঠনে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হওয়ার কারণে তাদের কর্মসংস্থানের সমস্যা বাহ্যত হচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রাজ্যকে যুদ্ধকালীন তপরতায় পিএসসি বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল।

এগোল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শুরুর সময়, নয়া সময়সূচি প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বদল হলো। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ২ ঘণ্টা এগোল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিকের সময় এগিয়েছে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। বৃহস্পতিবার নির্দেশিকা জারি করে পরীক্ষা শুরুর নতুন নির্ধার্ত প্রকাশ করে পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সঙ্গদ। এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা সকাল ১১.৪৫ মিনিট নাগাদ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছিল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, মাধ্যমিক শুরু হবে ৯.৪৫ মিনিটে। অন্যদিকে বেলা ১২টা উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হওয়ার কথা ছিল। যা এগিয়ে ৯.৪৫ মিনিটে শুরু হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন নবান্নে পর্ষদ ও সংসদের পদস্থ কর্মীদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা। এর পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর সুত্রের। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সময় পরিবর্তন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে শিক্ষা অনুরাগী মঞ্চ। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কিংবদ অধিকারীর কথায়, ‘পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনলে পড়ুয়াদের অসুবিধা হবে। শেষ মুহুর্তে প্রস্তুতি নিতে সমস্যা হবে তাদের।’ পাশাপাশি সময় বদলের কারণ জানতে চেয়েছে এই সংগঠন। আগামী মাসে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শুক্রবার প্রথম পরীক্ষা দেবে মাধ্যমিকের পড়ুয়ার। এরপর ১০ দিন ধরে চলবে এই পরীক্ষা। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে মাধ্যমিক। অন্যদিকে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। যা শেষ হবে ২৯ ফেব্রুয়ারি। দুটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে রকটিনের কোনও বদল করেনি পর্ষদ ও সংসদ।

তথ্য দিতে বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : গত বারো বছরে কোথায়, কত লোককে নিয়োগ করা হয়েছে তার সবিস্তার তথ্য জমা দিতে হবে বলে রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা লিখিতভাবে বিভিন্ন দপ্তরকে আগামী বাইশে জানুয়ারির মধ্যে এই তথ্য সরকারের নির্দিষ্ট ই মেলে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। গত ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রুপ এ, বি, সি এবং ডি স্তরে নিয়োগ ছাড়াও চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত বাবতীয় তথ্যের পাশাপাশি শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মী সহ অন্যান্য পদে কোথায় কত নিয়োগ হয়েছে তার বিস্তারিত জমা দেওয়ার কথা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠালেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : আগামী বাইশে জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কী প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ওই দিন অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনকে ঘিরে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশজুড়ে তার চার চলেছে। এরকম পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শান্তিশৃঙ্খলা বিস্তারিত হওয়ার উদ্যোগ প্রকাশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, আগামী বাইশ তারিখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্যের তরফে কি কি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

রাম মন্দিরের উদ্বোধন, ২২ জানুয়ারি অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আগামী ২২ জানুয়ারি, সোমবার অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। ওই দিন দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত সমগ্র দেশে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে রামলালার। দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই উৎসবের আবহ। এমন সুদিনে রাম-আবেগের সাক্ষী হতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের অনুরোধ ছিল, অর্ধদিবস ছুটি দেওয়া হোক অফিসগুলিতে। তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ২২ জানুয়ারি অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। ওই দিন দুপুর ২.৩০ পর্যন্ত সরকারি অফিসে ছুটি থাকবে। তার পর থেকে বাকি সময় কাজ হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস, সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন হাই কোর্ট, বিভিন্ন মন্ত্রকে অর্ধদিবস ছুটি। এর আগে উত্তরপ্রদেশে এই দিন পূর্ণদিবস ছুটি ঘোষণা করেছিল। পাশাপাশি রাজস্থান, অসম, হাতিশগড়, উত্তরাখণ্ডের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যও একই পথে ছুটি দিয়েছিল। রামমন্দির উদ্বোধনের রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা শুভ মুহুর্তে সকলে যাতে সাক্ষী থাকতে পারেন, সেই আবেগের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।

আচমকাই আবহাওয়ার পরিবর্তন, বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল কেদারনাথ ধাম

রত্নপ্রয়াগ, ১৮ জানুয়ারি : আচমকাই আবহাওয়া বদলে গেল কেদারনাথে। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগের কেদারনাথ ধামের উঁচু পার্বত্য এলাকায় অবিরাম তুষারপাত হয়েছে, তুষারপাত শুরু হয় বৃধবার সন্ধ্যা থেকেই।তুষারপাতের পর অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে বাবা কেদারনাথ ধাম। কেদারনাথ ধামে প্রায় ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত বরফ জমে যায়, পাছাড ঢেকে গিয়েছে বরফের চাদরে। এদিকে, তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাও অনেকটাই বেড়েছে কেদারনাথ ধামে। বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায়, চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ!

চলে গেলেন বিখ্যাত সাংবাদিক ‘মিস্টার উইম্বলডন’, শোকেব ছায়া টেনিস অঙ্গনে

মেলবোর্ন, ১৮ জানয়ারি : পেশাদার ক্রীা। সাংবাদিক হিসেবে মাইক ডিকসন নিযুক্ত ছিলেন ৬৮ বছর। এই দীর্ঘ বছর সাংবাদিকতার ক্যারিয়ারে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে ৩০টিরও বেশি খেলা কভার করেছেন। বিশেষ করে টেনিস অঙ্গনে তার পরিচয় ছিল একটু বেশি। উইম্বলডন নিয়ে তার ভালোবাসা ছিল বেশি। তাই ডেইলি মইসেলে ‘ উইম্বলডেন’ নামে ডাকা হতো তাঁকে।টেনিসের ভালোবাসার টানে নতুন বছরে প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কাভার করতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভালোবাসার আসাইনমেন্টে এসে চলে গেলেন তিনি। মেলবোর্নে বৃধবার মারা গিয়েছেন খেলোয়াড় এই ব্রিটিশ সাংবাদিক ডিকসন। তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। টেনিসে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৬ সালে রন বুকম্যান মিডিয়া এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। বেশ কিছু বইও লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বব লিউসকে নিয়ে লেখা ‘ ক্রিকেটকার অ্যান্ড অ্যা জেডে টেলম্যান’, উদীয়মান টেনিস তারকা এমা রাদুক্লুকে নিয়ে লেখা ‘ টেনিস কেম হোম’ ইত্যাদি। আগামী ২৭ জানুয়ারি মেলবোর্নে বসেই তিনি তার ৬০-তম জন্মদিন পান। কবিতা-ভাস্করী আদ্য হলে না। ডিকসনের আকস্মিক মৃত্যুতে টেনিস অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সর্বকালের অন্যতম সেরা কোচ, শুভ জন্মদিন পেপ গার্ডিওলার

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি :সর্বকালের অন্যতম সেরা কোচের নাম বললে প্রথমে উঠে আসবে পেপ গার্ডিওলার নাম। ১৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার তাঁর শুভ জন্মদিন। খেলোয়াড় হিসেবে অধিকাংশ সময় বায়াস কাটিয়েছেন গার্ডিওলা। অবসর গ্রহণের পর বার্সেলোনা বি দলের কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০০৮ সালের ৮ মে ম্যান্সা বার্সেলোর মূল দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পান ২০০৮-০৯ মরসুমে। বার্সা ট্রেনল জয় করে। এর ফলে চ্যাম্পিয়ন্বল লিগে ইতিহাসে কনিষ্ঠতম ম্যানেজার হিসেবে এই শিরোপা জেতার কৃতিত্ব গড়েনে গার্ডিওলা। পরের মরসুমে গার্ডিওলা সুপার কোপা, ইউরোপীয়ান সুপার কাপ এবং ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতে। তার সুবাদে এক বছরে ছয়টি শিরোপার সবগুলেই জেতে বার্সা। বার্সেলোনাতে মাত্র ৬ বছরে ১৪ ট্রফি জিতিয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন।২০১২ সালে ফিফা তাকে বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার দেন্য। এরপর বার্সেলোনার কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে জার্মান জায়ন্ট বার্নান মিউনিখের দায়িত্ব নেন গার্ডিওলা। দায়িত্ব নিয়ে বার্নান মিউনিখকে বুন্দেসলিগার শিরোপা জিতিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই কোচ। বার্নান মিউনিখের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ২০১৬ সালে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে কোচের দায়িত্ব পালন করছেন ৫৬ বছর বয়সী এই কোচ।পেপ গার্ডিওলা যেখানে পা রেখেছেন সাফল্য তাকে ছুঁয়েছে। বার্সেলোনা, বার্নান মিউনিখের পর ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে একক আধিপত্য দেখিয়ে যাচ্ছেন।মিউনিখেনদের হয়ে ৬ মরসুমে পাঁচবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। এর আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে একমাত্র স্যার ফার্ডিনান্ড ট্রেবল জিতেছিলেন।মাঠের ফুটবলারদের সঙ্গে কেচাও যে সামান তালে তারকাখ্যাতি পেতে পারেন, তা

হিংসা কখনই ঐক্য সৃষ্টি করেনি, শান্তি কখনই বিভাজনের দিকে নিয়ে যায়নিঃউপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : হিংসা কখনই ঐক্য সৃষ্টি করেনি এবং শান্তি কখনই বিভাজনের দিকে নিয়ে যায়নি। বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। উপ-রাষ্ট্রপতির কথায়, সম্প্রীতির জন্য আকাজ্জিত বিশ্বে বুদ্ধের আলো সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আসুন আমরা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করি এবং একটি ভবিষ্যত গড়ে তুলি যেখানে শান্তি বিরাজ করে। উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বৃধবার নতুন দিল্লিতে এশিয়ান বুদ্ধস্ট কনফারেন্স ফর পিস-এর



দ্বাদশতম সাধারণ পরিষদের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, বিশ্ব এখন

এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যা

সার্বজনীন এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার

আহ্বান জানিয়েছে, তা জলবায়ু

ভাইস প্রেসিডেন্ট বাবুল হালদার বলেন, ‘রাজ্য সরকার মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু করেছিল তার মধ্যে মন্দিরের ভিতরের অংশটি রিলাকসেজ দিয়েছিল। সেই কাজ চলছে। দু দিন আগে সোনার কলস লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। কালীঘাট মন্দিরের ভিতরে মূলত দুটি অংশ হেরিটেজ ও নন হেরিটেজ। হেরিটেজ অংশের সংস্কারের কাজ চলছে। মন্দিরের হেরিটেজ অংশের সংস্কারের জন্য বিশেষ থেকে লাইম মর্টার আনা হয়েছে। তা দিয়ে মন্দিরের গায়ের সংস্কার করা হচ্ছে। মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত পোড়া মাটির

কাজগুলি ছিল, নতুনভাবে ছাঁচ করে

সেগুলিতে আবার পুরনো আকারে

ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। যাতে প্রায় ১০০

বছরের প্রাচীন কালীঘাট মন্দিরকে

আগেকার রূপে দেখতে পান

পূণ্যার্থীরা। মন্দিররে গর্ত গৃহের

দরজাগুলি রূপো দিয়ে মুড়ে দেওয়া

হচ্ছে। বিশ্বপুরের পোড়া মাটির কাজ

দিয়ে হয়েছে নব দুর্গা ও দশমহাবিদ্যার

মূর্তি। মন্দিরের ভিতরের কাজ করার

জন্য রাজস্থান থেকে শিল্পীরা

এসেছেন।স্মারিদের চত্বরের মধ্যেই

টুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কুণ্ড পুকুরকে।

পুকুর এবং ঘাটেরও সংস্কার করা

হচ্ছে। কুণ্ড পুকুরের জল পরিস্কার

রাখতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

লাগানো হয়েছে। কালীঘাট মন্দির

কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট বাবুল

হালদার বলেন, ‘অনেকেই মনে

করেন যে মন্দিরকে পরিষ্কার রাখার

জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

লাগানো হয়েছে। ঘাটগুলিকে

সংস্কার করা হয়েছে। আগের মতোই

স্নান করা যাবে।’ পূজো সামগ্রীর

দোকানগুলিকেও নতুন করে তৈরি

করা হচ্ছে। কালীঘাটে মন্দিরকে তার

প্রাচীন রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার

পাশাপাশি পূণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যকে

মাথায় রেখে চলছে সংস্কারের কাজ।

হচ্ছে। কুণ্ড পুকুরের জল পরিস্কার

রাখতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

লাগানো হয়েছে। কালীঘাট মন্দির

কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট বাবুল

হালদার বলেন, ‘অনেকেই মনে

করেন যে মন্দিরকে পরিষ্কার রাখার

জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

লাগানো হয়েছে। ঘাটগুলিকে

সংস্কার করা হয়েছে। আগের মতোই

স্নান করা যাবে।’ পূজো সামগ্রীর

দোকানগুলিকেও নতুন করে তৈরি

করা হচ্ছে। কালীঘাটে মন্দিরকে তার

প্রাচীন রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার

পাশাপাশি পূণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যকে

মাথায় রেখে চলছে সংস্কারের কাজ।

হচ্ছে। কুণ্ড পুকুরের জল পরিস্কার

রাখতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

লাগানো হয়েছে। কালীঘাট মন্দির

কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট বাবুল

হালদার বলেন, ‘অনেকেই মনে

করেন যে মন্দিরকে পরিষ্কার রাখার

জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

লাগানো হয়েছে। ঘাটগুলিকে

সংস্কার করা হয়েছে। আগের মতোই

স্নান করা যাবে।’ পূজো সামগ্রীর

দোকানগুলিকেও নতুন করে তৈরি

করা হচ্ছে। কালীঘাটে মন্দিরকে তার

প্রাচীন রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার

পাশাপাশি পূণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যকে

মাথায় রেখে চলছে সংস্কারের কাজ।

হচ্ছে। কুণ্ড পুকুরের জল পরিস্কার

রাখতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

লাগানো হয়েছে। কালীঘাট মন্দির

মন্দিরের দেওয়ালে পদ্ম ঐকে ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন আদিতানাথ



দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিতানাথ। মন্দিরের দেওয়ালে পদ্ম ঐকেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন যোগী। নিজের গড় গোরক্ষপুরের শ্রী বিশ্বকর্মা পঞ্চায়েত মন্দিরের দেওয়ালে তিনি লিখলেন, ‘ ফির মোদি সরকার’, ‘ বার বিজেপি ৪০০ পার’।তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই অযোধ্যা রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপাচার শুরু হল। যোগী আদিতানাথ সাফ বললেন, নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন যজ্ঞও আমাদের প্রচারের বড় ইস্যু থাকছে। রামমন্দিরের উদ্বোধন পর্ব মিটে গেলেই উত্তরপ্রদেশ জুড়ে প্রচারের সুনামি তুলবে বিজেপি। গত দুটি লোকসভা নির্বাচনের থেকে এবার উত্তরপ্রদেশ বিজেপির লোকসভা নির্বাচনের প্রচার ধারেকাড়ে অনেক বড় হতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে।গোটা দেশ এখন তাকিয়ে অযোধ্যার দিকে। সেখানে রামমন্দির প্রাক উদ্বোধনের বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী সোমবার অযোধ্যা রামমন্দিরের উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন দেশের তারভ তাবেত সেনেবরা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিতানাথ এখন ব্যস্ত রামমন্দিরের উদ্বোধনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির কাজে। এরই মাঝে ভোটপ্রচারের কাজে নেমে পড়লেন যোগী। উত্তরপ্রদেশে ৮০টি লোকসভা আসন আছে।গত দুবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির অনায়াসে জয়ের পিছনে যোগীরাাজ্যের বড় ভূমিকা আছে। যোগী আদিতানাথের দাবি এবার রাজ্যের সব কটা আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জিততে পারে। চলাতি মাসের শেষের দিকে উত্তরপ্রদেশের কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে বিজেপি। অযোধ্যায় রামমন্দিরের স্বপ্নপূরণ হওয়াটা ভোটপ্রচারে কাজ লাগতে চাইছে বিজেপি শিবির। তবে বিরোধীদের দাবি, চিকমতো প্রার্থী দেওয়া গেলে গেরুয়া শিবিরকে ধাক্কা দেওয়া যাবে।

প্রিসাইডিং অফিসারের অসুস্থতায় স্থগিত চন্ডীগড় মেয়র নির্বাচন, এএপি ও কংগ্রেস বলল আদালতের দারস্থ হব

চন্ডীগড়, ১৮ জানুয়ারি :প্রিসাইডিং অফিসারের অসুস্থতায় স্থগিত হয়ে গেল চন্ডীগা। মেয়র নির্বাচন। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, চন্ডীগড় পৌর কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন স্থগিত হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসার অনিল মসিহ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাউন্সিলররা বৃহস্পতিবার সকালে জানতে পারেন, প্রিসাইডিং অফিসার অসুস্থ হয়েপড়েছেন, আর তাই আপাতত স্থগিত হয়ে গিয়েছে মেয়র নির্বাচন।এরপরই আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেস কাউন্সিলররা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেনে। এপ্রিস অফিসের বাইরে দেখা যায় এএপি নেতা রাঘব চাড্ডাওকে। কংগ্রেস নেতা পবন বনসল বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, মেয়র নির্বাচন স্থগিত করার উদ্দেশ্যে প্রিসাইডিং অফিসার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁরা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক কাজ করেছে।এএপি নেতা রাঘব চাড্ডা বলেছেন, এএপি এবং কংগ্রেস ন্যায়বিচারের জন্য হাইকোর্টে যাওয়ার এবং মেয়র নির্বাচন নশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, এই নির্বাচনে আইএনডিআই জোট জিতেছে এবং বিজেপি হেরে যাচ্ছে। বিজেপি আইএনডিআই জোটকে ভয় পেয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করছি, বর্তমান একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে, অন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করতে কিন্তু নির্বাচন যেন আজই হয়। আমাদের কাছে নির্বাচন ভবনে প্রবেশের বৈধ পাস ছিল, কিন্তু প্রিসাইডিং অফিসার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইরানে পাল্টা হামলা পাকিস্তানের, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে ৪টি শিশু ও ৩ মহিলার মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১৮ জানুয়ারি :পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জঙ্গি সংগঠন জইশ আল অদলের ঘাটিতে ইরানের মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার পর এ বার ইরানের উপর পাল্টা হামলা চালাল পাকিস্তান। ইরান সীমান্তের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী আস্তানাকে শিশুনা করে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের সিসেস্তান-ও-বালুচিস্তান প্রদেশে সন্ত্রাসীদের আস্তানা লক্ষ্য করে সমন্বিত সামরিক হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের ভূগুণে পাক হামলায় ৪টি শিশু এবং তিন জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।গত সোমবার ইরাকের কুর্দিস্তান এবং সিরিয়ার ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের গোপন ডেরায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর মঙ্গলবার পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জঙ্গি ঘাটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ইরান। জঙ্গি সংগঠন জইশ আল অদলের ঘাটিতে সেই হামলা চালানো হয় বলে দাবি তাদের। পরে পাকিস্তান সরকার জানিয়েছিল, কোনও উল্লানি ছাড়ায় বালুচিস্তানে হামলা চালিয়েছে ইরান এবং তা আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নীতির পরিপন্থী। এবার ইরানে প্রত্যাঘাত চালাল পাকিস্তান।

শীত ও কুয়াশায় নাজেহাল দিল্লি, দৃশ্যমানতা কমে প্রভাবিত রেল ও বিমান পরিষেবা



নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি :কাঁপুনি ধরানো শীত ও ঘন কুয়াশা থেকে এখনও রেহাই পেল না দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারত। বৃহস্পতিবারও ঠান্ডায় কেঁপেছে জাতীয় রাজধানী দিল্লি, একইরকম ঠান্ডা ছিল উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও। পাশাপাশি ঘন কুয়াশার কারণে বিপর্যস্ত হয়েছে রাস্তাবিহীন হা বনে দাবি তাদের। পরে পাকিস্তান সরকার জানিয়েছিল, কোনও উল্লানি ছাড়ায় বালুচিস্তানে হামলা চালিয়েছে ইরান এবং তা আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নীতির পরিপন্থী। এবার ইরানে প্রত্যাঘাত চালাল পাকিস্তান।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

ক ল ক া ত া , ১৯ জানুয়ারি : সোমবার, ৪মায় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ টেত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৪মায় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাব্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪মায় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪মায় মাস ১৯৪৪, মৈঃ৫১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গত স্থাপন। (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৪ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ৮ঃ১০ দং ৪৫ঃ৮ঃ৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅভিজও অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০ঃ৪ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ২০ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩৩ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩ঃ০৪ থেকে - ০ঃ২ঃ৩ঃ২ঃ৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ঃ১ঃ২ঃ৫ থেকে - ০ঃ৪ঃ২ঃ৪ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ঃ২ঃ৪ঃ০৬ থেকে - ০ঃ৪ঃ২ঃ৪ঃ২২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২ঃ৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ২ঃ১ঃ৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ঃ২ঃ১ঃ২ থেকে - ০ঃ৫ঃ২ঃ১ঃ২ থেকে - ০ঃ৫ঃ২ঃ১ঃ৩ পর্যন্ত কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০ঃ৭ঃ ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০ঃ৮ঃ০ঃ৩০ঃ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ৪ঃ৪ঃ২ থেকে - ১১ঃ৩ঃ৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪ঃ৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১ঃ১ঃ৪ পর্যন্ত গ্রহক্ষুটি (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ১২ঃ৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫ঃ২০৫ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৭৫ঃ৫৩৯ (২৩) ২ পদবৃহঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯ঃ৪২২৩ (২৫) ৬ পদশুক্রঃ ১০৮৭ঃ৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭ঃ৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭ঃ৫ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেল্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হতে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহস্পতি। জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত্৮টা ২০মিনিট হবে। জটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয়ঃ ৬টা ২১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেঘরাশিঃআপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কলাগন্ধক দিন। সমস্যাে শাউ। বৃষত রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার রাশিঃ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আজ, এই রাশিফলের ব্যঙ্গ্যসীাদের ।
মিথুন রাশিঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
কর্কট রাশিঃহাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে মনো নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উষ্ণক্ল কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি সিংহরাশিঃজীবনকে উপভোগ করার চাহিদা আপনার কটটা দেখে নিন। যোগর্য্যামের সাহায্য নিন- যা আপনাকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ কন্যারাশিঃঅবাহ্তিত চিন্তায় মন ভাবানেন না। বার হ্রির এবং দৃশ্টিভ্রমুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দুঃদাতা বাড়ে। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। আত্মীয়বর্ধূ রা এক চমকর সন্ম্কার জন্য চলে আসতে পারে। আপনার ভালোবাসা হবে তুলারাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা বৃশ্চিক রাশিঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমসার সমাধান খুঁজে ধনু রাশিঃ আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। যারা ক্ষুধারত ব্যবসায় প মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাশ্র ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
কুর্ন্ত রাশিঃআজ কন্যাপুরণ দিন। এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
মীন রাশিঃ সুস্বাস্থ্য আপনাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে। আপনি চমকর নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভান করবে। আপনার সঙ্গী সহযক এবং সাহায্যকারী হবে। এমন

প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট স্বর্গীয় নারায়ণ দেবনাথের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : বাঙালি কমিকস শিল্পী নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের কাছে তাঁর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হলো। বৃহস্পতিবার সকালে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা পক্ষ সংগঠনের পক্ষ থেকে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মন্ত্রী অরুণ রায়, সংগঠনের সাধারণ পক্ষ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া পৌর নিগমের প্রশাসক মন্ডলীর মুখ্য প্রশাসক উদ্ভার সুজয় চক্রবর্তী, প্রাক্তন মেয়র পরিষদ ভাস্কর ভট্টাচার্য সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা । রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায় বলেন, নারায়ণ দেবনাথ তার নিজের বিধানসভা এলাকায় থাকতেন। তাঁর সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্ক ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি নস্টে ফস্টে, হাঁদা ভেঁদা এবং বাটুল দি গ্রেট কমিকস ম্যাগাজিনে পড়তে ভালবাসতেন। তিনি সারা পৃথিবীর বাঙালি শিশুদের কাছে পরিচিত। নারায়ণ দেবনাথ মানে আবেগ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয় এবং শেষ জীবনে তার চিকিৎসার সমস্ত ভার নেওয়া হয়। তিনি তার সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালির হৃদয়ে থেকে যাবেন। বাংলা পক্ষের উদ্যোগে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা জন্ম তাদের তিনি ধন্যবাদ দেন। এদিন বাংলা পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন দেশটা পৃথিবীতে এই প্রথম নারায়ণ দেবনাথের মূর্তি বসানো হলো। বাঙালি মূর্তির উচ্চতা দিয়ে মাপে না, তারা মূর্তিকে হৃদয়ে রাখে। নারায়ণ দেবনাথ শুধুমাত্র বাঙালি। তার সৃষ্টি বাঙালি শিশুদের মন তৈরি করতে সাহায্য করবে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন এখন যেসব বাইরের রোগা, পাতলা, মোটা রিভিন ধরনের কমিকস চরিত্র বাঙালি শিশুদের মন গ্রাস করে নিচ্ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের। একটা জাতি বেঁচে থাকে তার শিশুদের মন তৈরির উপর। নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্টি নিয়ে সিনেমা তৈরিতে যাতে বাঙালি ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসেন সেজন্যে তিনি তাদের কাছে আবেদন জানান। একই সঙ্গে সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমানে বাঙালি সমস্ত শিল্পী বা শ্রষ্টারা রয়েছেন তাদেরকেও আগামী দিনে সম্মানিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে । সব মিলিয়ে নারায়ণ দেবনাথের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনায় উৎসাহ ছিল তুঙ্গে ।

১ হাজার শয্যার হাসপাতাল নিউটাউনে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : হৃদরোগের চিকিৎসায় রাজ্য সরকার নারায়নী হেলথ গোষ্ঠীকে নিউটাউনে সাত দশমিক দুই একর জমি দিয়েছে। এক হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে জমিতে আধুনিক মৌটা পর্য্যটনমূলক হাস্যার একটি হাসপাতাল তৈরি করা হবে বলে সংশ্লার সঙ্গে যুক্ত চিকিতসক দেবী শেটি জানিয়েছেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হবে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে বালি রেলওয়ে স্টেশনের পরিবর্তন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৮ জানুয়ারি: পূর্ব রেলওয়ে গর্বিতভাবে ঐতিহাসিক বালি রেলওয়ে স্টেশনের চরমান পুনর্নির্মাণের কথা ঘোষণা করে, যা স্বপ্রদর্শী অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের লক্ষ্য ভারত জুড়ে রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে আপগ্রেড করা এবং আধুনিকীকরণ করা, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা এবং যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা। এই রূপান্তরমূলক উদ্যোগ, প্রথম ধাপে ৬.৬৮ পরিমাণের পরিকল্পিত কাজের মোট ব্যয় অনুমান করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল স্টেশনের পরিণষ্ঠাটোে উন্নত করা, যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করা এবং আশেপাশের এলাকায় অর্থনৈতিক প্ররৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে, বালি রেলওয়ে স্টেশনটি পিএফ পৃষ্ঠের উন্নতি, গাড়ি পার্কিং এলাকার উন্নয়ন, পিএফ শেড নির্মাণ এবং শক্তির মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা স্থাপন সহ মোট প্লট এলাকা (বর্গমিটারে) ৬৬৭৪০ সহ একটি ব্যাপক রূপান্তর করতে প্রস্তুত। হাই সুইপ বিএলডিসি ফ্যান এবং প্লো সাইন বোর্ড সংরক্ষণ। স্কিমটি স্টেশন উন্নয়নের জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির উপর জোর দেয়, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব এবং একীকরণ নিশ্চিত করে। বালি রেলওয়ে স্টেশনের পুনরুজ্জীবন শুধুমাত্র একটি প্রসাদনী আপগ্রেড নয় এটি স্টেশনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য রক্ষা করে একটি আধুনিক এবং দক্ষ রেলওয়ে হাব তৈরি করার প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করে। প্রকল্পের অংশ হিসাবে, স্টেশনের সংযোগ, অ্যাক্সেসযোগ্যতা, এবং সামগ্রিক নান্দনিক আবেদন উন্নত করা হবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে একটি উত্সাহ প্রদান করবে। উন্নত অবকাঠামো এবং রেলওয়ে স্টেশন এলাকাকে স্থানীয় বাবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ফলে স্থানীয় বাবসা ও বিক্রেতাদের সুবিধা হবে, পায়ের ট্রাফিক বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে বিশ্বাস করে যে একটি আধুনিক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য স্টেশন আনুসঙ্গিক পরিষেবাগুলির বৃদ্ধির জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে, যেমন ভোজরাসিক, দোকান এবং এলাকার অন্যান্য ছোট-বড় উদ্যোগ। হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইন এবং হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে অবস্থিত বালি রেলওয়ে স্টেশনটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে এবং হাওড়া রেলওয়ে বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন হিসেবে কাজ করে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের মূল নীতিগুলি, পরিবেশগত স্থায়িত্বের সাথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সমন্বয় করে, বালি রেলওয়ে স্টেশনের রূপান্তরমূলক উদ্যোগে স্পষ্ট। শ্রী কৈসিক মিত্র পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক বলেছেন পূর্ব রেলওয়ে একটি উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সামগ্রিক কল্যাণে অবদান রাখার জন্য উন্মুখ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে এবার রাস্তা কলকাতায়

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : এবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে কলকাতার এক রাস্তার নামকরণ করল কলকাতা পুরসভা। চিড়িয়া মেড থেকে দমদম স্টেশন পর্যন্ত যে রাস্তাটি এতদিন দমদম রোড নামে পরিচিত ছিল এবার সেই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সরনী’। মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সঙ্গে কলকাতার তীরবর্তী স্থান যেমন পানিহাটি, খড়দহ, বরাহনগরের নামগুলি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শ্রীচৈতন্যভাগবত অমৃতখণ্ড থেকে জানতে পারা যায় আনুমানিক ১৪৬৬৭৭ সাল ও ইংরাজি়র ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে নীলাচল অর্থাৎ পুরী যাওয়ার পথে মহাপ্রভু রামকৃষ্ণ গ্রাম থেকে যাত্রা পথে পানিহাটিতে শ্রীরাধার পঙ্খিতে গৃহে আগমন করেন। সেখান থেকে বরাহনগরে শ্রীল ভাগবতচাৰ্য্যের বহু সঙ্গীদেই নিয়ে আসেন। ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ শ্রীল ভাগবতচাৰ্য্য মহাপ্রভুকে দেখে শ্রীভাগবত পাঠ করেন। কিছুদিন ওখানে থেকে মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীচরণ-পাদুকা প্রদান করে। সেখান থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে কিছু সময় তিনি শ্রী গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজারের এই ভূমিতে বিশ্রাম করে সেখান থেকে রওনা দেন। তাই কলকাতার বিভিন্ন স্থান বিশেষত বরাহনগর,বাগবাজার অঞ্চল মহাপ্রভুর পদাঙ্কগুত । তাই

বিজেপির জয়ী সদস্যকে আটকে রেখে তৃণমূলে যোগ দিতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ শাষক দলের বিরুদ্ধে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের রেশ কেটেছে এ রাজ্যে বহু দিন, সম্প্রতি সকল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্মই এখন ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনাআর পঞ্চায়েত নির্বাচনের এতদিন পরেও বিজেপির জয়ী সদস্যা কে দিনভর ঘরে আটকে রেখে তৃণমূলে যোগ দিতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে, এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নবদ্বীপ রকের মাঝদিয়া পাশাশিলা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। জানা যায় গতকাল বুধবার মাঝদিয়া পাশাশিলা গ্রামপঞ্চায়েতে ছিলো জেনারেল মিটিং। সেখানে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ঐ পঞ্চায়েত এলাকার ১৯৯ নং বুধের বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত মেম্বার পলিযোষ সরকারও,অভিযোগ পলিযোষ সরকারকে বুধবার পঞ্চায়েতের একটি ঘরে তৃণমূলে মেম্বার মিঠুন ঘোষ সহ প্রলহাদ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ দিনভর আটকে রাখে,পাশাপাশি চলে তৃনমূলে



পঞ্চায়েতের একটি ঘরে আটকে রাখে ও চাপ দেয় তৃণমূলে যোগ দিলে এলাকায় কাজ পাবে, সাথে পাবে আর্থিক মুনাফাও, সমবায়তে মিলবপ স্বামী, স্ত্রীর মোটা মাহিনার চাকরি,পলিযোষ সরকার মিঠুন ঘোষদের বিরুদ্ধে আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন, যে

রেহাই পায় বলেও দাবী করেন অভিযোগ কারী বিজেপির মেম্বার। পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা জানায় তৃণমূলের এহেন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই, পাশাপাশি অভিযুক্তের শাস্তিরও দাবী তোলে। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা দাস জানান, গতকাল আমি বিকেল পাঁচ টায় অফিস থেকে বেরিয়ে বাই, তার পর কি হয়েছে আমার জানা নেই, তবে বিজেপির तरফে আজ একটা মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছে, আমি ঘটনার তদন্ত করে দেখবো বলে তাদের জানিয়েছি।সব মিলিয়ে একজন মহিলা পঞ্চায়েত মেম্বারকে কিভাবেই বা একটি ঘরে দিনভর আটকে রাখলো অপর এক পঞ্চায়েত মেম্বার, আর কোই বা আর কেউ এ বিষয়ে জানতেই পারলো না,তাহলে কি এবার পঞ্চায়েত অফিসের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিতরটাও নিরাপদ স্থান রইলো না, মহিলা ও জয়ী মেম্বারদের জন্য? এটা এখন লাখো টকার প্রশ্ন।

টাঁচলে রাজ্য সড়কের ধারে পূর্ত দপ্তরের জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ

তনুজ জৈন, মালদা, ১৮জানুয়ারিঃ রাজ্য সড়কের ধারে পূর্ত দপ্তরের নয়ানজুলি। সেই জলাভূমির পিছনে থাকা জমির মালিকেরা নিজেদের বাড়ি দোকান তৈরি করে রাস্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ভরাট করছে জলাভূমি। অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম মেনে করা হচ্ছে না ক্যানোলা। মালদহের চাঁচল আশাপুর রাজসড়কের ধারে পূর্ত দপ্তরের জলাভূমি ইতিমধ্যেই অনেকটা বুজে গেছে। কিন্তু নতুন করে ফের কলিগ্রাম দোঙ্গারি কাডের কাছে জলাভূমির কিছুটা অংশ ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক্টরে করে মাটি এনেই চলছিল ভরাট। কিন্তু খোঁজ পেয়েই চাঁচল ১ নম্বর ব্লক ভূমি সংস্থার দপ্তর সেই ভরাট বন্ধ করে দেয়।কিন্তু যেটুকু অংশ ভরাট হয়েছিল সেই মাটি এখনো তোলা হয়নি।তবে স্থানীয়দের অভিযোগ ইতিমধ্যেই অনেকে বাড়ি দোকান করার জন্য ক্যানোলা না করে নয়ানজুলির অনেক জায়গা ভরাট করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশাসন পদক্ষেপ নিলেও এর আগে নেয়নি। যার ফলে পার্শ্ববর্তী কলিগ্রাম শহরবাগের নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। বর্ষা হলেই শহরবাগের এলাকায় জায়গায় জল জমে যাচ্ছে। শহরবাগের বাসিন্দা কাউলা খানের অভিযোগ, নয়ানজুলির অনেক জায়গায় তো ইতিমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে। কেউ কেউ ক্যানাল করেছেন কিন্তু অনেকেই আবার করেননি।যার ফলে নয়ানজুলির গতপথ অরুদ্ধ হয়ে বুজে যাচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে আমাদের। বর্ষার সময় জল নিকাশি হচ্ছে না।কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মজাম্মেল হক



বলেন, এটা সত্যি জলাভূমি কিছু জায়গায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নিকাশি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল এবং প্রশাসনের একাংশের মধ্যে মাটি মাফিয়াদের দোয়াস্ত্য চলছে। একদিকে চলছে অবৈধভাবে মাটিকাটা। অন্যদিকে চলছে ভরাট। বিজেপি নেতা সুমিত সরকারের অভিযোগ, মা মাটি মানুষের আমলে মাটি মাফিয়াদের রাজ চলছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে শুধুমাত্র টাকার বিনিময়ে এই ধরনের অসাধু কাজ চলছে।চাঁচল ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অংকুর পোদারের দাবি, কোনো জলাভূমি ভরাট বরদাশ্ব হবে না।প্রশাসন সাথে সাথে পদক্ষেপ নিয়েছে।চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্থার আধিকারিক অমিত দাসের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই সেখানে মাটি ভরাট বন্ধ করা হয়েছে। ওই ব্যক্তিকে একটি নোটিশ পাঠানো হবে। অন্য জায়গায় ভরাটের যে অভিযোগ আসছে সেটা খতিয়ে দেখছি।

পাখিদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে চারদিনের পাখি উৎসব শুরু হলো সুন্দরবনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : সুন্দরবন সহ সারা রাজ্যে এই সময় জাকিয়ে শীত পড়েছে। আর বুধবার থেকে ২য় বছরের চারদিনের পাখি উৎসব শুরু হলো সুন্দরবনে।বুধবার সুন্দরবনের সজনেখালিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই পাখি উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায়,সুন্দরবন ব্যাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর,সহকারী ক্ষেত্র অধিকর্তা জেসে জাস্টিন,সুন্দরবন ব্যোয়াম্বিয়ারের ডিরেক্টর নীলজ্ঞন মল্লিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন আধিকারিক মিলন মন্ডল সহ আরো অনেকে।নভেম্বর মাস থেকে আবেদন করার জন্য দুটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছিলো বন দপ্তর। সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করেন পাখিপ্রেমীরা। ২৪ জন পাখি প্রেমী মানুষ এই পাখি উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছে। যাদেরকে ছয়াট দলে ভাগ করে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়ে ছবি তোলার কাজ করবে বন বিভাগ। উল্লেখ্য, প্রথমবার পাখি উৎসবের সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে বন দপ্তর জানতে পেরেছিল সুন্দরবনের ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা



মিলেছে। ৫ হাজারের বেশি পাখির দর্শন পেয়েছিলেন উৎসবের যোগদানকারী পাখি প্রেমিকরা।গতবার তিনদিন ধরে এই উৎসব চললেও এবার সেই উৎসব চারদিনের করা হয়েছে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে। গত বছর পাখি উৎসব থেকে বনদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাখি সুরক্ষার বিষয়ে।আর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীতের সময় যে সমস্ত পরিযায়ী পাখি সুন্দরবন এলাকায় আসে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হচ্ছে যাতে কোনভাবেই কেউ পাখি শিকার না করে সেদিকে ও কঠোরভাবে নজর দিয়েছে বনদপ্তর।শুধু সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা নয় আশেপাশের লোকালয় গুলিতেও নিরাপত্তা বাড়াতে গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজ শুরু করেছে বনদপ্তর।১লা জানুয়ারি পর্যন্ত ওই দুটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করা হয়।আবেদন করতে মাথাপিছু খরচ প্রায় দশ ১০ হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে পাখি প্রেমিকদের। শনিবার এই পাখি উৎসব শেষ হবে। আর বহু উৎসাহী মানুষ এই পাখি উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে।

২৪ ঘণ্টায় ৬০

জনকে কামড়,

একটি কুকুরের ভয়ে

আতঙ্কিত গোটা গ্রাম

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৮ জানুয়ারিঃ

পাগলা কুকুরের ভয়ে গোটা গ্রাম ভীত জয়নগরে। গত ২৪ ঘণ্টায় একটি কুকুর ৬০ জনকে কামড়ে নিয়েছে যার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। বাড়ি থেকে বাইরে বের হতে পারছে না। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। কুকুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীরা। একটি কুকুরের উপদ্রব ও অত্যাচারে দিনের বেলা ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ মানুষের ঢাকাফেরা করা ষ্টকটর হয়ে পড়েছে।স্থানীয় পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর এলাকায় কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছে মহিলা বৃদ্ধা সহ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন।সবাইকে পদসরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে এবং দু একজনকে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।এই মত অবস্থায় র্ত্তিরমতো সঙ্গীন হয়ে পড়েছে এলাকাবাসীরা। আতঙ্কে রাস্তায় বেরোতেও ভর পাচ্ছেন সকলে। স্থানীয়া চাইছেন এ ব্যাপারে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করুক।কুকুরের কামড়ে আহত এক পড়ুয়া জানাচ্ছে, সে তার মায়ের সঙ্গেই বাইরে বেরিয়েছিল।ঐ কুকুর টি এসে তাঁকে কামড়ে দেয়। ওই পড়ুয়ার দাবি, কুকুরের দৌড়াঘ্যে তাঁরা চিকমতো পড়তেও যেতে পারছে না। জানা গিয়েছে, একটা পাগলা কুকুরের জেরেই এই চরম আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে ওই এলাকায়।

উদয়চাঁপুর হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার বিতরণ

এজাজ আহমেদ, কান্দি, ১৮

জানুয়ারিঃ কনকনে শীত, কৃয়াশা হালকা বিরঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলা মেলায় পবিনত হল শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন । উদয়চাঁপুর হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয়েছিল প্রাক্তনীদেের মেলবন্ধন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যেই উঠে এলো স্কুল জীবন থেকে স্কুলের শিক্ষক জীবনের বিভিন্ন ফেলে আসা স্মৃতি। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত জীবির উদয়চাঁপুর হাইস্কুলে বৃহস্পতিবার ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকাল ১১ টার সময় জাতীয় সংগীত, পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন কান্দি সার্কেলের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশান্ত প্রসাদ দাস, উদয়চাঁপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুজ্জোহা বিশ্বাস, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বই এর স্রষ্টা আলিমুজ্জামিন, ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ বাসারুদ্দিন , বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মসির আলী ছাড়াও বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক মানোয়ার হোসেন এর স্ত্রী তথা এই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষকা আলোয়া হোসেন। উল্লেখ্য উদয়চাঁপুর হাইস্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বড়া ঐতিহ্য রয়েছে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়



বৃহস্পতিবার জয়পুরে ঝিকিরা থেকে বেতাই পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও বহু প্রতীক্ষিত ঝিকিরা বাসস্ট্যান্ডের কাজের সূচনা করলেন আমতা কেন্দ্রের বিদ্যাক সুকান্ত কুমার পাল। এই প্রকল্পের জন্য ১৫ কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানানো হয়েছে।

ছবি-বাণাদিত্য ঘোষাল



প্রতিবছর মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশেষভাবে খেলায় যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আরও বেশি মনোযোগ বাড়াতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বাড়াতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনে এই স্কুলের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তাদের মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার হিসাবে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী তথা শিক্ষিকা আলোয়া হোসেন বলেন ১৯৬৭ সালে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক। এই স্কুলে রক্তের টান, নাড়ির টান ছিল তাঁরা। আমৃত্যু এই স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি ভেবেছেন। তার চলে যাওয়ার পর ২০০৯ সাল থেকে অসহায় এবং মেধাধারী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কথা মাথায় রেখে মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার চালু করা হয়। প্রাক্তন প্রধান

শিক্ষক এবং লেখক আলিমুজ্জমান বলেন একটা সময় ছিল যখন গ্রামের মেয়েরা পড়াশোনায় এগিয়ে আসতে চাইতো না, পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা ছিল কিন্তু ২০০০ সালের পর অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে সেই তুলনায় এখন মেয়েরা যেমন এগিয়ে এসেছে তেমনি স্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি থাকাকালীন অল্প শিক্ষক নিয়ে স্কুল চালিয়েছি, তাঁদের

মধ্যে অনেকই আজ ডাক্তার, মাষ্টার, সাংবাদিক হয়েছে-এই কথা ভেবে খুব ভালো লাগছে। কান্দি সার্কেলের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশান্ত প্রসাদ দাস বলেন সুন্দর পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাছাড়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনে এই স্কুলের মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার – এর কাজ জানতে পেরে আরও ভালো লাগছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বাতা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫০ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ মাঘ ১৪৩০

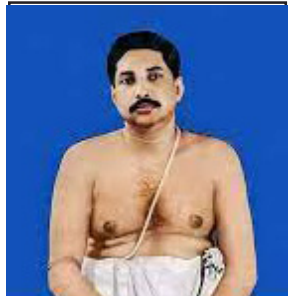
রাম মন্দির প্রস্তুতি

রাম মন্দিরে রামলালা প্রতিষ্ঠা এবং উদ্বোধন হওয়ার পরই কি ভারত হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে তা নিয়ে সবার মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করতে আরএসএস বহুকাল ধরে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তা করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিণত করা হয়েছে। যার ফলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংস্থা কিছুতেই ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারেনি। তারা সংস্কৃত ভাষার পক্ষে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু জনতা পার্টির আমলে সংস্কৃত শিক্ষা তুলে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তার ফলে ভারত তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং ভাষাকে হারাতে শুরু করে দিয়েছিল। এবারে কিন্তু বিজেপি দল সেই সংস্কৃত ভাষাকে আবার শিক্ষা স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিজেপি দলের একজন সমর্থক বলতে শুরু করে দিয়েছে আমাদের দেশ ভারতকে কেন ভাগ করা হয়েছিল তার কৈফিয়ত এখন দিতে হবে যারা হিন্দুদের বিরোধিতা করেছে শুরু করে দিয়েছে। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার মূলেই ছিল ধর্মের ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তান ভাগ। পাকিস্তান ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তার ফলে বহু ইসলাম ধর্মের মানুষেরা পাকিস্তানে চলে যাবার। তারা ভারতের মধ্যে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যারা জিন্নার পাকিস্তান ভাগকে সমর্থন করেনি তারা ভারতে থেকে গিয়েছে। আর যারা জিন্না সাহেবকে পছন্দ করছে তারা পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করছে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পাকিস্তানের ইসলাম ধর্মের মানুষের চেয়ে ভারতের ইসলাম ধর্মের মানুষ বেশি বসবাস করছে। তারা ভারতীয় হয়ে থাকতে চায় বলে তারা পাকিস্তানে ফিরে যাবার। এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে আরএসএস দল যদি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে যদি মনে করছে শুরু করে তাহলে অন্য ধর্মের মানুষেরা কোথায় গিয়ে বসাস করবে? সেখানে বলা হচ্ছে ভারত যদি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহলে কিন্তু অন্য কোনও ধর্মের বিশ্বাসী মানুষদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা হবে? না। তারা যেমন রয়েছে তেমনই থাকবে। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে বহু হিন্দুরা বসবাস করছে। তারা সেখানকার ইসলাম দেশ বলে সেই দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেনি এখনও। তারা তাদের নিজস্ব জন্মভূমি ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছে। তার ফলে ভারতে যাদের জন্মভূমি তারা সেখানে বসবাস করবে তাতে কোনও অসুবিধা হবে না। এদিকে দেশে জুড়ে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন বঙ্গীণ প্রজ্জ্বলনের কথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় নির্বিশেষে সব ধর্মের বিশ্বাস মানুষেরা রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাম ভারতের গৌরব। রাম কোনও দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। রাম হচ্ছে ভারতের ঐতিহ্য। রামায়ণ এবং মহাভারত দুট মূহাখ্য রয়েছে যা গ্রীস দেশেও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীস দেশে ইলিয়াড ওডিস্স রয়েছে। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারতে এসেছিলেন প্রাচীন ভারত জয় করতে। তিনি ব্যাবিলনও জয় করে নিয়েছিলেন। প্রাচীন সভ্য দেশ জয় করাই ছিল গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই কারণে তিনি গ্রীস থেকে বিশাল সেনা নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ভারতের সম্ভ্রুতি এবং বেশ কিছু সংস্কৃত পুঁথি গ্রীস দেশের নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পথেই তিনি মারা যাওয়ার ফলে সেই সব পুঁথি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তার কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। আজও সেই সব হারিয়ে যাওয়ার পুঁথর পুঁথর খোঁজ চলেছে। কিন্তু কেউই শিশা দেখতে পারছেন না। গ্রীস বীর আলেকজান্ডারের একবার শখ হয়েছিল তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখবেন এব রামায়ণ মহাভারত পড়বেন। তিনি ভারতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার সেনারা ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল তিনি স্বদেশে ফিরে যাবেন। তবে সপ্ন করে রামায়ণ এবং মহাভারতের বেশ কয়েকটি পুঁথি নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেই সব হারিয়ে যাওয়ার পুঁথির সন্ধান এখনও চলছে। তবে এখন ব্যাবিলনের রাস্তা খুঁই দুর্গম ছিল। লোকেরা সেই সব রাস্তায় গিয়ে বেশি চলাচল করতো না। তার ফলে সেই সব পুঁথি সম্ভবত মাটির তলায় চলে গিয়ে থাকতে পারে। তার সন্ধান করা এখন অসম্ভব। তবে ইতিহাসবিদেরা আশা ত্যাগ করেনি। তারা এখন এই সব তথ্য খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। যদি কোনও একটি সময়ে সেই সব হারানোর পুঁথি সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়।

ভারত মস্ত্রে দীক্ষিত

ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মস্ত্রে পরিণত হল বন্দে মাতরম। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ‘ভারত মাতা’র ছবি সূচনা করে থেকে এসেছে। ‘ভারতমাতা’ (১৯০৫) ছবি অঙ্কন করেছিলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দান করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বাধীনতার পরে ‘বন্দে মাতরম’ রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হল। কিন্তু সেই গানটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতের তাৎপর্য নিয়ে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের বহমান নেতারা আর মাথা ঘামান না। তারা শুধু ভোট পেলেই হলো। জাতীয় জাগরণের সূত্র কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। তার ফলে এতখানি অধঃপতন। বিপ্লবচ্ছন্দ যে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা বলেছেন সেখানে কোনও বিদ্রো নীতি ছিল না। সেখানে সব ধর্মের ভারতীয়দের স্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেলে যে বঙ্কিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাকে এক শ্রেণির সম্প্রদায় লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলে। কালের গতিতে বঙ্কিমচ্ছন্দকে ভাগ্যের অশীর্বাদে পরিণত হলো। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচ্ছন্দের যে সঙ্গীত ‘বন্দেমাতরম’ জাতীয় জাগরণের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল পরবর্তীকালে দেখতে পেলাম বিস্ময়ে। স্বাধীনতার পর কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতির কবলে পড়ে বঙ্কিমচ্ছন্দ ভাগ হয়ে গেলেন। এটিাই হল ভারতের রাজনীতির করুণ ট্রাজেডি। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। এক করতে জানি না। এক কাকে বলে সেটা শেখিনি। খণ্ডিন করতে শিখেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচ্ছন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন ‘বন্দে মাতরম’। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান গরতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র করে ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে লড়াই করিয়েল। সেই সময়ে বঙ্কিমচ্ছন্দের ‘বন্দেমাতরম’ বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত ‘স্বাভাৱ হিন্দ’ বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। সেই সময়ে রচিত হয়েছিল দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত। একটি হচ্ছে- ‘বাংলার মাটি বাংলার জল পৃথ্য হউক পৃথ্য হউক যে ভগবান।’ আর একটি সঙ্গীত ‘আমার সোনার আমি তোমার ভালোবাসি’।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন যে মাকে পূজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে

কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিলম্ব হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করবে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করেন না।

শুরু হল বাংলার গর্বের ৪৭ তম ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক বই’ মেলা সেন্ট্রাল পার্ক প্রাঙ্গনে

রবীন্দ্র কুমার শীল

কলকাতা বইমেলার একটি আন্তর্জাতিক সম্মান আছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ এই বইমেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই বইমেলা দিয়ে তাদের দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বাংলার সব মানুষের কাছে বিশেষ করে বইপ্রেমীদের কাছে পৌছে দেওয়ার সম্ভব। দু’বার বাংলাদেশকে নিয়ে কলকাতা বইমেলা থিম করেছে। এবারে কিন্তু ‘দ্য ইউনাইটেড কিংডম’ এসে উপস্থিত হয়েছে। ‘দ্য ইউনাইটেড কিংডম’ দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত রয়েছি। আধুনিক কালের বিলাতের লেখক, শিল্পী এবং কবিদের সঙ্গে পরিয়চ হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেলে বলা যেতে পারে। পাশা পাশি বিলাতের লেখক এবং শিল্পীরা একে উপস্থিত হবেন। তাঁরা এখনকার সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। ইংল্যান্ডে শ্ব ব শিল্পীরা তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। মোট কথা মেলা জমে উঠতে বেশি সময় নেবে না। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাঙালি কলকাতা বইমেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বইমেলা তো নয়। এটা একটি বিশ্ব সম্মেলন। বইয়ের চাহিদা কোনও সময়ে কমবে না। বরং আরও বেশি করে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ডিজিটাল ভারত গড়ার দিকে সবাই যখন নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে তখনও কিন্তু বইকে একেবারে কেউই ত্যাগ করেনি। তবে বইয়ের পাঠক তৈরি করতে হবে। করোনা সংক্রমণ বইয়ের জগতে একেবারে হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। করোনা সংক্রমণ শেষ হতেই আবার বাঙালিরা কলকাতা বইমেলায় ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু বাঙালিরা কেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করেন তারা প্রত্যেকে কলকাতা বইমেলায় এসে ভিড় করে। বই কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। কলকাতা বইমেলা ময়দান থেকে বিদায় গ্রহণ করে ছিল। তখন সায়েন সিটির বিপরীত মাঠে বইমেলা বসত। সেখান থেকেও

বইমেলাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে যাওয়া হল। বহু মানুষের অসুবিধা হয়েছে প্রথমে প্রথমে। কিন্তু তারপরে আজকে বইমেলা যাওয়াটা বেশ সুবিধা হয়ে গিয়েছে। শিয়ালদহের মেট্রো রেলে করে এখন সল্টলেকে সেন্ট্রাল পার্কে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সল্টলেকে সেন্ট্রাল পার্কে গিয়ে বইমেলা দেখে বাড়ি ফিরে আসাটা একেবারে অতি সহজ হয়ে গিয়েছে ভিড় যানজট নৈ। বাস প্রচুর রয়েছে। তার ওপরে মেট্রো রেল তৈরি হওয়াতে যাতায়াতে সহজ হয়ে গিয়েছে। অন্য বছরের ন্যায় এবারে বইমেলার উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল আনন্দ বোসও একদিন বইমেলা দেখতে যাবেন। তিনি বলেছেন, কলকাতা বইমেলা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করে রয়েছি। বই কেনার একটা নেশা আমার রয়েছে। বই কিনতে বইমেলাতে যাব। বই কোনও দিন হারিয়ে যাবে না। বইয়ের একটি নিজস্ব জগত রয়েছে। যারা বইকে ভালোবাসে তারে সংখ্যা নেহাত কম নয়। ডিজিটাল যুগে বইকে ত্যাগ করে শুধু মাত্র কম্পিউটারকে নিয়ে কিছু মানুষ ব্যস্ত থাকবে। ডিজিটাল আধুনিক যুগের হাতিয়ার। কিন্তু বই হচ্ছে সর্বকালের হাতিয়ার। এক হাজার বছর আগেকার বইকে দেখতে পাওয়া যায়। তখন তালপাতায় লেখা হতো। তাকে বলা হতো পুঁথি। আবার কোথায় কোথাও পাথরের ওপরে খোদাই করে লেখা হতো। সেই সব লেখা উদ্ধার করা সম্ভব। সম্ভ্রুতি সময়ের শিলালিপি থেকে তাঁর স্মরণকার বহু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। মোঘল যুগের বহু বই এখন সংরক্ষিত রয়েছে। সেই সব বই গুলি হারিয়ে যায়নি। কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কিংবা ‘মেঘদূতম’ কাব্যের পুঁথি আজও দেখতে পাওয়া যায়। আসলে বইকে যতখানি বেশি করে সংরক্ষিত করা যেতে পারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিন্তু সেটা একেবারে সম্ভব হবে না। ডিজিটাল ব্যবস্থায় যদি একবার মেশিন বিগড়তে শুরু করে

তাহলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই মুশকিল। এবং বহু তথ্য সেই সময়ে উড়ে যাওয়ার সম্ভব রয়েছে। কিন্তু পুঁথিতে সেটা সম্ভব নয়। হাতের লেখা কোনও হারিয়ে যাবে না। তাকে সংরক্ষত করে রাখলে বহু বছর ধরে অটুট থাকবে। সেই কারণে বইয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ডিজিটালকে পাশে রেখে বইকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তারা ছাত্রদের বোঝাতে শুরু করেছে যে বইকে ভালোবাসতে হবে। বইকে রক্ষা করতে হবে। বইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। আগে যখন কলকাতা বইমেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হতো তখন কলেজ স্কোয়ার থেকে বের হতো একটি পদযাত্রা। বইয়ের জন্য হাঁটা। সেটা



আমর আর হয় না। তার কারণ বইমেলাটা দূরে চলে যাওয়ার জন্য এই বইয়ের জন্য হাঁটাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বইয়ের প্রতি আকর্ষন বৃদ্ধি করতে হবে। বই পাঠক তৈরি করতে হবে। এমন সব বই প্রকাশ করতে হবে যার প্রতি পাঠকেরা আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। বই পাঠক সৃষ্টি করলে বইয়ের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। আগেকার লেখকেরা বই প্রকাশ করে পাঠক সৃষ্টি করতো। এমনকভাবে তারা তাদের লেখনি ধরতো যে সেই লেখা বই আকারে প্রকাশ হলেই বাজারে সাড়া পড়ে যেত। এবারে বই মেলায় অক্সফোর্ড, রূপা প্রকাশন, পেপুদইন, রায়গুম হাউস, হারপার কলিন্স, হারটে, রুমসবেরি, প্যান ম্যাকমিলান, এর মতো বিশ্ববিখ্যাত প্রকাশন অংশ গ্রহণ করছে। ১,০২৫ থেকেও বেশি প্রকাশক এবারে বই মেলায় অংশ গ্রহণ করছে। আশা করা হচ্ছে ২৫ লাখের বেশি পাঠকেরা এবারে কলকাতা বই মেলায় অংশ গ্রহণ

বোস’ চরিত্রকে নিয়ে আসেছিলেন লেখক শংকর। ফার্ন রোডে আর একজন গোয়েন্দা লেখক থাকতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার নীহারঞ্জন রায়। তিনি গোয়েন্দা উপন্যাস গল্প লিখতেন। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ছিল কিরীটা রায়। ‘কালো ভ্রমর’ বিখ্যাত গোয়েন্দা বই। দস্যু কালো ভ্রমরের সঙ্গে কিরীটা রায়ের প্রেফতারের গল্প। দস্যু কালো ভ্রমরকে ধরতে পারছে না গোয়েন্দা কিরীটা। দস্যুকে ধরতে বর্মা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে। চোখে ধুলো দিয়ে দস্যু কালো ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিরীটা তাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেছে। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো গল্প। আসলে বই লেখা হবে একেবারে সরস করে। সরস বই লেখক হতে পারলে তাকে আর বই



ছাপানোর কথা চিন্তা করতে হবে না। মহাভারত আকারে বই বলা যেতে পারে। বাংলার নবাবের পতন এবং ইংরেজ শাসনের সূচনার পটভূমিকায় বইটি লেখা হয়েছে। বইটি পড়তে শুরু করলে একেবারে শেষ না করে ওঠা একেবারে অসম্ভব। বিশাল আকারের লেখা উ পন্যাসটি পড়তে একেবারে বিরক্ত লাগবে না। তখন বই পড়ার একটা নেশা ছিল। আবার উল্লেখযোগ্য লেখকেরাও ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই উন্নতমানের বই লিখতে পারতেন। শংকরের লেখা ‘কত অজানারে’ বইটি কতগুলি সংস্করণ হয়েছে তা বোধ হয় কেউ জানে না। প্রতি বছরই এই বইটি সংস্করণ হয়েছে। বাঙলিরা প্রত্যেকেই এই বইটি পড়েছেন। আবার তাঁর লেখা আর একটি বই ‘চৌরঙ্গী’ বইটিও খ্যাতি অর্জন করেছে। বাঙালি জীবনে ‘স্যাটা

কেরল জয় করতে এবারে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী মোদি

উত্তর ভারত জয় করে মোদি ভাবতে শুরু করেছেন এবারে দক্ষিণ ভারত জয় করতে হবে। তাঁর প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে কেরল জয় করা। কংগ্রেস এবং বাম দল বিজেপির বিরোধী দল। এই দুটো দল এবারে জোট ইচ্ছুক। বিজেপির যোগ দিতে মোদি হঠাৎ অভিযান করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে এবারে বিজেপি দল কেরলের থেকে কংগ্রেস এবং বাম শক্তিকে নষ্ট করতে উদ্যোগী। লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি যাতে কেরলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। তিনি কেরলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ বামদত করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অরুণ শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ এবং প্রথমমন্ত্রী মোদি বাবারা কেরল সফর করতে শুরু করেছেন। মোদি কোচিতে দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৃথ স্তরের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিজেপি দলের কর্মী এবং নেতাদের ওপর আস্থা রেখে মোদি বলেছেন গণরাস্থার বিজেপি দলের নেতারা যে ধরনের আস্থা অর্জীতে রেখেছে তাতে মন হয় সামরিক দিক দিয়ে ভারত অত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে। ভারত এখন সামরিক বিমান তৈরি করার দিকে দৃষ্টি বালেনে। সামরিক বিমান তৈরি করার দিকে বৌদ্ধ দিতে শুরু করেছে। সামরিক জাহাজ, সাবমেরিন, সামরিক বিমান, বোমারু বিমান তৈরি করার ব্যাপারে রাশিয়ার সহযোগিতা চেয়েছে ভারত।

শত্রু দেশগুলির ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকা চিনের একটি গুপ্তচর বেলুন্সকে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার ফলে চিন এখন বাধ্য হয়ে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে শুরু করেছে। ভারত পেট্রোগণের মতো একটি সামরিক গবেষণাগার তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যদি খুব ছোট আকারে তৈরি করা আগে থেকেই ছিল। এবারে সেই সামরিক গবেষণাগারকে আর বড় করে এবং শক্তিশালী করার দিকে ঝোক দিতে শুরু করে দিয়েছে। সামরিক শক্তির দিকে দিয়ে ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। না হলে ভারতের সীমান্ত এলাকাগুলি যে কোনও সময়ে চিন বা পাকিস্তান দলল করে নিতে পারে। সেই কারণে এবারে ফ্রান্সের সঙ্গে রায়াল ভারতের নির্মাণ করার ব্যাপারে একটি মৌচূড়িত হবে বলে সবাই আশা করছে। সামরিক দিক দিয়ে ভারত অত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে। ভারত এখন সামরিক দিক দিয়ে ভারত অত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে। ভারত এখন সামরিক বিমান তৈরি করার দিকে দৃষ্টি বালেনে। সামরিক জাহাজ, সাবমেরিন, সামরিক বিমান, বোমারু বিমান তৈরি করার ব্যাপারে রাশিয়ার সহযোগিতা চেয়েছে ভারত।

কাম্বীর ভারত অনা্যরভাবে অধিকার করে রেখে দিয়েছে এই কথাকে প্রতিষ্ঠা করতে পাকিস্তান একেবারে জান কম্বুল করে দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের শক্তিশালী কূটনীতির ফলে পাকিস্তান বহুবার রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীরের স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলতে গিয়েছিলেন শ্যামাশ্রমী মন্দিরে। তিনি সেখানে ভারতের পতাকা তোলার পর মারাও গিয়েছিলেন। কাশ্মীরে শ্যামা

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল তা নিয়ে কোনও তদন্ত করা হয়নি। নেহরু সরকারকে চাপ দেওয়া হয়েছিল উত্তর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। সেই সময়ে অধিকাংশ লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর মৃত্যুটা বহুসময় ছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে নিয়ে কোনও তদন্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আজও তাঁর মৃত্যু নিয়ে কোনও তদন্ত করা হচ্ছে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুকে অনেক অস্বাভাবিক বলে মনে করেছিলেন। তদন্তধর্ম ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৯

সারা বিশ্বের সমর শক্তিতে ভারত এখন চতুর্থ স্থান অধিকারে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে

ভারতের সমর শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে বিরোধী শক্তিগুলি। তারা ভারতের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্ব করছে পাশাপাশি আবার ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এইদিকে ভারত সজাগ দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত এখন আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। বিশ্বাসের মাসুল দিতে হয়েছিল চিন। ভারত যুদ্ধের সময়ে। ভারত সামরিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে চিন ভারত আক্রমণ করে। চিনকে ভারত আর বিশ্বাস করে না। সেই কারণে ভারত ক্রমশ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। তাতে চিন বেশ ক্ষুব্ধ। পাকিস্তান আর কোনও চান্দ্রু করছে না। সামরিক শক্তিতে ভারত চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে বলে বিশ্ব সামরিক সমীক্ষা থেকে জানতে পারা গিয়েছে। শীর্ষ স্থানে রয়েছে আমেরিকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে চিন। তালিকার সবচেয়ে পিছনে রয়েছে ছুটাম। ২০০৬ সাল থেকে স্লোবাক ফায়ারপাওয়ার মিলিটারি স্টেংথ র‍্যাঙ্কিং একটি সমীক্ষা চালানতে শুরু করে দিয়েছিল। এটিই তার ফসল বলা যেতে পারে। ৬০টি বিষয়ের ওপরে ভিত্তি করে ১৫৫টি দেশকে নিয়ে



রাখা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের ওপরে একটি ডিপ্লোমাকোর্স চালু করে। এখান

বাংলার টেরাকোটা থেকে শুরু করে মূর্ত্রাও সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালায় আয়োজন করা থাকে এই মিডিজিয়ামটিতে। গুপ্ত যুগের স্থাপত্য রয়েছে এখানে। পাল এবং সেন যুগের নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। ওড়িশা, বিহার থেকে প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ করে এখানে রাখা হয়েছে। পূর্ব বাংলার পিল্ল নিদর্শন এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। এি মিঝিয়াম মাঝে মাঝে হেরিটেজ ওয়াক করে থাকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর তৈরি হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম অনুসারে এই জাদুঘরের নামকরণ করা হয়েছে আশুতোষ মিডিজিয়াম। অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট। এই জাদুঘরে ২৫ হাজারের বেশি স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে এই জাদুঘর নিদর্শন গুলি ভূগর্ভে জমা করে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর তৈরি হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম অনুসারে এই জাদুঘরের নামকরণ করা হয়েছে আশুতোষ মিডিজিয়াম। অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট। এই জাদুঘরে ২৫ হাজারের বেশি স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে এই জাদুঘর নিদর্শন গুলি ভূগর্ভে জমা করে

সংসদের নিরাপত্তা

লঙ্ঘন মামলায়

নীলমের জমিনের

আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : দিল্লির পাতিয়াল্লা হাউস কোর্ট সংসদের নিরাপত্তায় লঙ্ঘনের মামলায় নীলমের জমিনের আবেদন খারিজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। শুনানিতে, দিল্লি পুলিশের আইনজীবী অধ্বন্দ প্রতাপ সিং নীলমের জমিনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই মামলার অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং এফআইআর-এ নথিভুক্ত মামলাগুলিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এমনকি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। তিনি বলেন, অভিযুক্তরা সংসদের নিরাপত্তা ভঙ্গ করে দেশের একা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। দিল্লি পুলিশ বলেছিল, নীলমের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-এর অধীনে মামলা দায়ের করার জন্য যথেষ্ট এবং শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে, যার ভিত্তিতে তার অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। দিল্লি পুলিশ আদালতকে জানিয়েছে, এই বিষয়ে এখনও তদন্ত চলছে। জামিন পেলে তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন কারণ তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী। এই মামলায় গত ১৬ জানুয়ারি সব অভিযুক্তকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় আদালত। এর আগে আদালত সাগর শর্মা ও মনোরঞ্জনের পলিগ্রাফিক, নারকো ও ব্রেন ম্যাপিং টেস্টের নির্দেশ দিয়েছিল।

হুগলির জেলায়

সরানো হল

তৃণমূলের আট

রুক সভাপতিকে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ জানুয়ারিঃ লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য জুড়ে রুক সভাপতিদের নতুন তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য তৃণমূল। হুগলির দুই সাংগঠনিক জেলার আট রুক সভাপতিকে সরিয়ে দেওয়া হল। দায়িত্ব দেওয়া হল নতুনদের। ফলত, দলের অন্তরে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব আরও একবার উন্মেষ্ট গেল। হুগলি জেলার দুটি সাংগঠনিক জেলা-এর একটি হুগলি-শ্রীরামপুর ও অপরটি আরামবাগ। মোট ১৮ টি রুকের সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বুধবার। যার মধ্যে দশটি রুকে পুরনো সভাপতিদের রাখা হলেও আটটি রুকের রুক সভাপতি পরিবর্তন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গিন্দুরের রুক তৃণমূল সভাপতি গোবিন্দ ধাড়াকে সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হয়েছে আনন্দ মোহন ঘোষকে। অপরদিকে, চতীতলা ১ রুকের সভাপতি ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হয়েছে সনৎ সাক্ষিকে। অন্যদিকে পাভুয়া রুকের সঞ্জয় ঘোষকে সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হল আনিসুর ইসলাম মোল্লাকে। চাঁচুড়া মগড়া রুক সভাপতি ছিলেন বিকাশ রায়কে সরিয়ে তাপস চক্রবর্তীকে সভাপতি করা হয়েছে। অন্যদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত ৮টি রুকের মধ্যে চারটি রুকের রুক সভাপতি পরিবর্তন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ভারতীয় রেলওয়ের ৫৯৭ টি রেলওয়ে স্টেশনে দিব্য্যঙ্গন অনুকুল ব্যবস্থা প্রদান

মালিগাঁও, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ঃ ভারতীয় রেলওয়ে ভারত সরকারের সুগম্য ভারত মিশন বা সুগম্য ভারত অভিযানের অংশ হিসাবে দিব্য্যঙ্গনদের জন্য রেলওয়ে স্টেশন এবং ট্রেনগুলিকে সুগম্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বয়স্ক, অসুস্থ ও দিব্য্যঙ্গনদের সহজ যাতায়েতের সুবিধার্থে এবং প্রধান রেলস্টেশনের প্র্যাটফর্মে সহজে প্রবেশ এবং চলাচলের সুবিধার ক্ষেত্রে, সুগম্য ভারত অভিযান-এর অংশ হিসাবে লিফটএসকেলেটর প্রদান করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ের মোট ৫৯৭টি রেল স্টেশন এসকেলেটর বা লিফট-এর মাধ্যমে সজ্জিত করে তোলা হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়েতে ৩৭২টি স্টেশনে ১২৮৭টি এসকেলেটর এবং ৯৯৭টি স্টেশনে ১২৯২টি লিফট প্রদান করা হয়েছে। যাত্রী সুবিধার উন্নতি এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে আরও যাত্রীবান্ধব করার প্রতিশ্রুতিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লিফট, এসকেলেটর এবং বৃহৎ ফুটফলের স্টেশনগুলিতে ফুট ওভার ব্রিজ-এর নির্মাণ করেছে। বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনের অধীনে ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত, প্রধান স্টেশনগুলিতে মোট ৪৩টি লিফট, ৩৫টি এসকেলেটর এবং ১৮৭টি ফুট ওভার ব্রিজ কাঙ্ক্ষকর রয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের অনায়েসে ট্রেনে উঠার সুবিধার্থে আরও অধিক লিফট এবং এসকেলেটর প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে, আসামে ২৩টি, পশ্চিমবঙ্গে ০৯টি এবং বিহারে ১১টি লিফট ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। একইভাবে আসামে ২১টি, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ৩৬টি করে এবং ত্রিপুরায় ০২টি এসকেলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন স্টেশনে আরও ৩৬টি লিফট এবং ০২টি এসকেলেটর স্থাপন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে চলেছে। এছাড়াও, ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত আসামে মোট ৭৭টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি, বিহারে ১৪টি, ত্রিপুরায় ০৫টি এবং মিজোরামে ০১টি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপদ এবং সুবিধাজনক প্রবেশ ও প্রস্থান, ক্রস-নেভিগেশনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান স্টেশনগুলিতে আরও লিফট, এসকেলেটর এবং ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের উপর গুরুত্বসহকারে কার্য সম্পাদনের পথে এগিয়ে চলছে। এই সুবিধাসমূহ যাত্রীদের সহজ সুামতা প্রদান করবে এবং তাদের ট্রেন ভ্রমণের একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদানেও সাহায্য করবে এছাড়াও রেল পরিষেবাগুলিকে আরও ব্যবহারযোগ্য বান্ধবযোগ্য করে তুলবে।

টলিবলি

বিটিএসের এই ছবি পোস্ট হতেই নেটপাড়ায় হইচই, কী আছে ছবিতে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এই মুহূর্তে -র বিশ্বেজোড়া নামঘাদের পোশাকি নাম আর্মি।দারুণ খুশি ‘আর্মি’ -রা। কারণ দীর্ঘ বিরতির পর দেখা মিলল-র সদস্যদের। পাঁচ সপ্তাহের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর বিটিএসের দুই সদস্য আরএম ও ডি-র ছবি প্রকাশ্যে এল। দুইজনকেই দেখা গিয়েছে সেনার পোশাকে। এই ছবি নিজেই পোস্ট করেছেন বিটিএসের গ্রুপ লিডার কিম নামজুন ওরফে আরএম। তাঁর সঙ্গে দেখা গিয়েছে গ্রুপের আরেক সদস্য কিম তেইহুং ওরফে ডি -কে। এই ছবি দেখতে পেয়েই উৎফুল্ল বিটিএসের ফ্যানরা।বিগত কয়েক বছরে শীর্ষে পৌঁছেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বয় ব্যান্ডের জনপ্রিয়তা। শুধু কোরিয়ার মধ্যেই তাঁদের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ নয়, গোটা বিশ্বেই তারা বিপুলভাবে সমাদৃত। কার্যত বিটিএসের এই সাত সদস্যের দৌলতেই বিশ্ব আড্ডিনায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে কে-পপ মিউজিক। তাদের যে কয়েক কোটি ফ্যান রয়েছে, তাদের পোশাকি নাম ‘আর্মি’।তবে ডিসেম্বর মাস থেকেই মন খারাপ ছিল ‘আর্মি’দের। কারণ বিটিএসের সাত সদস্যই সেনাবাহিনীতে



গিয়েছেন। না না, গানের কেরিয়ারে ইতি টানেননি এরা কেউ। দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ম অনুযায়ী তারা সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে পরিষেবা দিচ্ছেন। ২০২২ সালেই বিটিএসের দুই সদস্য জিন ও জে-হেগ সেনাবাহিনীতে নাম লেখান। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে সেনাবাহিনীতে যান বিটিএসের আরেক সদস্য মিন হুয়ংগি ওরফে সুগা-ও। বাকি ছিল চার সদস্য, কিন্তু নামজুন, জিমিন, ডি ও জাঙ্কুক। ডিসেম্বর মাসে তাঁরাও

সেনাবাহিনীতে যাওয়ার পর থেকে আপনারা সকলে যে সমর্থন দেখিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। শীঘ্রই ওঁরা ট্রেনিং ক্যাম্পে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। জানা গিয়েছে, পাঁচ সপ্তাহের বেসিক আর্মি ট্রেনিং শেষ হয়েছে আরএম ও ডি-রা। এবার তাঁরা সেনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা দেনোনদক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ম অনুযায়ী, ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সী সমস্ত সুস্থ সবল যুবককেই বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে পরিষেবা দিতে হয়।

খোয়া বাইক স্কুটি উদ্ধারে ধৃত ২, পুলিশের বিরাট সাফল্য



সাফল্য।অভিযোগের ভিত্তিতে থানার তদন্তকারী অফিসারেরা দায়িত্ব সহকারে বাইক ও স্কুটি উদ্ধার করে আইনানুগ ভাবে অভিযোগ কারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।যুগবেড়িয়া চায়ের দোকানে সন্ধ্যায় চায়ের অর্ডার দিয়ে বিহারে এসে দেখে তার গ্রামার বাইক নেই। কেউ চেনা পরিচিত

বন্ধু নিয়েছে হয় তো ভেবেছে। দীর্ঘ খোজাখুজি করে না পেয়ে অভিযোগকারী সেখ জমিরুল আলি নববারাকপুর চুরির অভিযোগে দায়ের করে শনিবার। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বিশ্জিৎ দাস (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে নব কামারগাতি কলোনী বাজার থেকে। তার বাড়ি পানিহাটি হলেও বাড়ির সাথে কোন সম্পর্ক নেই।পেশায় পুকুরে মাছ চাষ করে। তাকে জেরা করে সোমবার বন্দিপুর আনন্দ পল্লীর তার অপর বন্ধুর কাছ থেকে বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। ব্যারাকপুর আদালতে আসামী কে হাজির করা হলে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়।অপরদিকে নববারাকপুর পুরাতন বাজারে চালের দোকানে

গাড়ি রেখে বাজার থেকে ফেরার পথে দেখেন স্কুটি উগাওদীর্ঘ খোজাখুজি করে না পেয়ে অভিযোগকারী বিজয় কৃষ্ণ সাহা শুক্রবার মধ্যরাতে চুরির অভিযোগ দায়ের করেন।

থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মধ্যমগ্রাম থানার সাথে যোগাযোগ করে চুরি হওয়া স্কুটি উদ্ধার করে বারাসত থেকে। সন্দেহবশত রানা চক্রবর্তী (২৫) নামে এক যুবক কে দীর্ঘ জেরা করা হয় স্কুটি চুরির বিষয়।

দীর্ঘ জেরার পর যুবকটি স্বীকার করে সে স্কুটি চুরি করেছে। গাড়ি কেনা বোচার সাথে যুক্ত। আসামী কে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়।

পড়তেই গরম জামা কাপড়ের বিক্রি বেড়েছে



জামা কাপড় কিনতে দোকানে ভিড় করছেন ক্রেতারা। বিগত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে গরম জমা কিনতে দোকানগুলিতে যথেষ্ট ভিড়। শিলিগুড়ির তুটিয়া মার্কেট গরম জামা কাপড়ের পসার নিয়ে বসে

রানিহাটি মোড়ে উড়ালপুলের দাবি উঠল যানজট সমস্যার সমাধানে

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া, ১৮ জানুয়ারি : গ্রামীণ হাওড়া জেলার মূল রাস্তায় সারি সারি দিয়ে যানবাহন দাঁড়িয়ে আছোযাত্রীদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।এটাই প্রত্যহের চিত্র ব্যস্তায় সড়ক হাওড়ার ৬ নং জাতীয় সড়কের মুম্বাই রোডের রানিহাটি মোড়ের। রানিহাটি মোড়ে পুলিশের পোস্টের দুই দিকের একদিকে খড়গপুরের দিকে রানিহাটি পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার,অন্যদিকে কলকাতার কান্দুয়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার নিত্যদিন যানজট লেগে থাকে।প্রায় ৬ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিদিন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার গাড়ি যাতায়াত করে।এবপর এখানে মুম্বই, দৃষ্টচান্দ্রান্ত রোগীদের হাওড়া, কলকাতার হাসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যান্ডুলসেল ও অন্যান্য গাড়ি যানজটের কারণে বাসযাত্রীরা যেমন অসুবিধায় পড়েন, পাশাপাশি অ্যান্ডুলসেল এ থাকা মুম্বই রোগীরা ও তাদের অস্ত্রীয়পরিজনরা বিপদে পড়েন।দেখা গেছে যানজটের কারণে অ্যান্ডুলসেলর মধ্যেই মুমুর্খ রোগীর মৃত্যু।এই রাস্তাটি পাঁচলা বিধান সভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।এই যানজটের কারণ কি?হাওড়া সি টি ট্রাফিক পুলিশের হাজির এই এলাকায়তন নিয়ন্ত্রণের। এই বিষয়ে সি টি ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, রানিহাটি মোড়ে মুম্বাই রোড থেকে বেরিয়ে গেছে রানিহাটি - আমতা রোড। এটি ৬ নং জাতীয় সড়ক হওয়ার কারণে এই রোডে গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি।পানিগাউ গুলিকে নিদিষ্ট গন্তব্যের পথে ছাড়তে গিয়ে অনেক সময় লেগে যায়। তার জন্য বন্ধ রাখতে হয় মুম্বাই রোডের যান চলাচল। এবং প্রভাবে যানজট হয়।এই রোডে যানজট হওয়ার কারণে ট্রাফিক আধিকারিকরা মোড়ে যানজটের রাস্তায় জবরদখল করি।রীরা। তাদের কথায় রানিহাটি - আমতা রোড এবং মুম্বাই রোড এই দুই জায়গায়তেই রাস্তার দুই ধার দখল করে রেখেছে ব্যবসায়ীরা। এই ব্যবসায়ীরা রাস্তা জবরদখল করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতা - নেত্রীর মদতেরইমোটি ও এই রাস্তায় যানজটের একটি অন্যতম কারণ । জাতীয় সড়ক সংস্থার আধিকারিকদের একগুঁষ মারছেন যানজটের অন্যতম কারণ রাস্তার জবরদখলকে। তাদের কথায়, রাস্তায় বসে ব্যবসা না

করার জন্য অনুরোধ করে মাইকে প্রচার করা হয় প্রায়ই । তাদের অভিযোগ এই জবরদখল কারীদের পিছনে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির নেতা - নেত্রীদের মদত থাকার কারণে তাঁদের হটানো - উঠানো যায় না । অপর দিকে পাঁচলা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক গুলশান মল্লিক জবরদখলের কথা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, রাস্তা কেউ বসে ব্যবসা করেন না। মুম্বাই রোডের সার্ভিস রোডে অনেকেই ব্যবসা করেন। তবে তাঁদের জন্য যানজট হয় না । গুলশান মল্লিকের এই দাবিকে সমর্থন করেন ফরোয়াও ব্লক নেতা ফরিদ মোল্লা।৬ নং জাতীয় সড়কের রানিহাটি মোড়ের এই যানজট সমস্যা সমাধানে উড়ালপুল ই একমাত্র ভরসা বলে দাবি করেছেন বিভিন্ন দলের নেতা - নেত্রী, জনগণ। পাঁচলা কেন্দ্রের বিধায়ক গুলশান মল্লিক বলেন, রানিহাটি মোড়ে উড়ালপুল হলে রানিহাটি মোড়ের যানজটের সমস্যা মিটবে ।

একবার জাতীয় সড়ক সংস্থা এই এলাকার যানজট সমস্যা দখলের জন্য এলাকা পরিদর্শন ছিল।। সেই সময় আমরা কয়েকজন বিধায়ক ও উপস্থিত ছিলাম। সেই সময়েই এই রানিহাটি মোড়ে উড়ালপুল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এরপর ও দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই দাবির সমর্থনের জন্য কোন সাড়াশব্দ নেই । ফরোয়াও নেতা ফরিদ মোল্লা বলেন, উড়ালপুল নির্মাণের জন্য এলাকার রাস্তার মাপজোকে ও হয়েছে।শুনছিলাম, উল্বেহিয়ার উড়ালপুলের কাজ শেষ হলই রানিহাটিতে উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু হবে। দুই বছর হয়ে গেল, উল্বেহিয়ার উড়ালপুলের কাজ শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় সড়ক সংস্থা রানিহাটিতে উড়ালপুল নির্মাণের কথা একদম ভুলেই গেছেন। সূত্র মারফৎ জানা যায়, জাতীয় সড়ক সংস্থার কাছে রানিহাটিতে উড়ালপুল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে হাওড়া সি টি পুলিশ ও । হাওড়ার মুম্বাই রোডের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক রানিহাটিতে উড়ালপুল নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন, রানিহাটিতে উড়ালপুলের কাজ শেষ হলই রানিহাটিতে উড়ালপুল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে হাওড়া সি টি পুলিশ ও । হাওড়ার মুম্বাই রোডের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক রানিহাটিতে উড়ালপুল নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন, রানিহাটিতে উড়ালপুলের কাজ শেষ হলই রানিহাটিতে উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু হবে ।

৭৫ তম পূর্তিতে

চুয়াগাড়া বিদ্যাপীঠ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ জানুয়ারিঃ ৭৫তম পূর্তি উৎসব শুরু হল বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের বেলবনি চুয়াগাড়া বিদ্যাপীঠ।স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক বিশ্জিৎ কুন্ডু জানান১৮-২০জানুয়ারি পর্যন্ত টানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান সূচি দিয়ে সূচনা হলেও এই পূর্তি উৎসবের শুভ উদ্বোধন প্রদীপ জালিয়ে করেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৃন্তিবাসানন্দ মহারাজ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলাপরিসদ সভাপতিত্ব অনুসূয়া রায়, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, বি ডি ও দীপ্যমান মজুমদার ও এস আই পীযুষ কাতি বেরা উপস্থিত ছিলেন।৬৫বছর আগে বাবু রামপ্রসাদ শিক্ষায় গতি আনতে ও গ্রামে মেয়ে দের শিক্ষার প্রসারে বেলবনি গ্রামের নিজের বাড়িতে জুনিয়র স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন।যা আজ মহিহরহে পরিণত। বাবু রামপ্রসাদ চেল সহ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকে প্রয়াত।একমাত্র কন্দর্প নারায়ন শিট এসেছিলেন।তবে এই অনুষ্ঠানে বাবু রামপ্রসাদের নাতনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য ও চুমকি চৌধুরীর পুরস্কৃত সুপার স্টার অব বেঙ্গল২০১৫ এর নৃত্য শিল্পী নবপল্লিকার চেলের কথার আশায় ছিলেন।কিন্তু বিধি বাম,বিশেষ কারণে আটকে যাওয়ায় ১৯ জানুয়ারি সূচি ক্যানসেল হয়েছে।তবে তিনি পরে আসার ইচ্ছা জানিয়ে স্কুলের হীরাঙ্ক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেছেন।

আচমকা সেনার

দোকানে শুষ্ক

দফতরের হানা

হুগলির হরিপালে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,১৮ জানুয়ারিঃ শীতের সকালে আচমকা সেনার লোকনে শুষ্ক দফতরের হানা। হুগলির হরিপাল থানা এলাকার শিয়াখালা বাজার চত্বরে রয়েছে সেনার গুনগত মান নিরীক্ষার দোকান দোকান। বৃহস্পতিবার সকালে শুষ্ক দফতরের আধিকারিকদের একটি টিম হানা দেয় ওই দোকানে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মোট সাত জন অফিসারের একটি টিম এসেছিল ওই দোকানে। শুষ্ক দফতরের ওই অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু সোনা এবং কয়েক লাখ টাকা। দোকানের মালিক আবুল বাশারের দাবি, ১৭ লাখ নগদ টাকা ও ১৭০ গ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আবুল বাশার নামে ওই ব্যক্তি তখন দোকানে ছিলেন না। যখন শুষ্ক দফতরের টিম হানা দেয়, তখন তাঁর ভাই শেখ নঈম ও অপর এক কর্মচারী দোকানে ছিলেন। আবুল বাশার জানাচ্ছেন, তিনি যখন খবর পেয়ে দোকানে আসেন, ততক্ষণে অফিসাররা চলে গিয়েছিলেন। আবুল বাশারের ভাই শেখ নঈমকেও অফিসাররা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। এদিকে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার অভিযানের সময় অফিসাররা নথিপত্র যাচাই করে দেখেছিলেন। সেই সময় দোকানে থাকা সোনা ও কয়েক লাখ টাকার বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট তথ্য দেখাতে পারেননি দোকানের কর্মচারীরা। জানা যাচ্ছে, সেই কারণে ওই টাকা ও সোনা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছেন অফিসাররা। এদিকে শুষ্ক দফতরের অভিযানের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে হানা হরিপাল থানার পুলিশসহও। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুষ্ক দপ্তরের আধিকারিকরা ওই দোকানে হানা দিয়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে এই বিষয়ে তদন্তের কোনও খবর ছিল না। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Name Change
I ROJUNA BIBI, DAUGHTER OF ALIKADAR SHAIKH, RESIDING AT MADHYA HULA PASCHIM MADHYA HULA KINKARABATI, PS-SINGUR, HOOGHLY RURAL,WEST BENGAL PIN-712407. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROJUNA IMRAN SHAIKH ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024. THAT VIKAS HARI AND VIKASH HARI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I VIKAS HARI, S/O SABU CHAND HARI, R/O 23/1A/H/29, COSSIPORE ROAD, PO COSSIPORE, KOLKATA - 700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIKASH HARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024. THAT VIKAS HARI AND VIKASH HARI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি MD.SHAMIM AKHTAR KHAN (পুরাতন নাম) পিতা, Late, MD. HOS- SAIN KHAN টিকানা, 7, Bal Mukund Macker Road, Barabazar , P.S.- Jorasanko, Kolkata -700007. দোটিরি পারবলিক, Dated-17.01.2024. এই affi- davit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHAMIM AKHTAR KHAN (নতুন নাম) নামে পরিচি্ত হলাব. MD.SHAMIM AKHTAR KHAN এবং SHAMIM AKHTAR KHAN একি এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

অভয়নগর বাজারে এনফোর্সমেন্ট টিমের অভিযান

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি : রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে ময়োদোত্তীর্ণ সামগ্রী ছেয়ে গেছে বলে অভিযোগ করছিলেন ক্রেতা সাধারণ। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সদর মহকুমা প্রশাসনের এনফোর্সমেন্ট টিম বৃহস্পতিবার আগরতলা শহরের উজান অভয়নগর বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ময়োদোত্তীর্ণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গিয়েছে, এদিন এনফোর্সমেন্ট টিম উজান অভয়নগর বাজারের একটি মিস্টির দোকানে অভিযান চালিয়ে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার বাজারে ছেয়ে গেছে সেই সাথে একাধিক দোকান থেকে ময়োদোত্তীর্ণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি একটি দোকানে ব্যাপক অনিয়ম সনাক্ত হয়। ওই দোকানের ফুড লাইসেন্স ছিল না। তাছাড়া দোকানে কোন ডিসপ্লে বোর্ড এবং বাট্যাররা সার্টিফিকেটও নবীকরণ করা হয়নি।

স্কচ পুরস্কার পেল রাজা

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারিঃ চা সুন্দরী আবাস প্রকল্প এর জন্য স্কচ পুরস্কার পেল রাজা আবাসন দফতর। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। আবাসন মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস ,এই পুরস্কার প্রাপ্তির কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রীকেই অর্পণ করেছেন। তিনি বলেন চা সুন্দরী প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী মন্তির প্রসূত।

Name Change
I PANCHU SARDAR, S/O BASANTA KUMAR SARDAR, R/O VILL BUITA, PO BUITA, PS BUDGE BUDGE, PIN-700137, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANCHU GOPAL SARDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024. THAT PANCHU GOPAL SARDAR AND PANCHU SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I HARUN, S/O RAMJAN ALI MOLLA, R/O CHATTA KALIKAPUR BATANA- GAR, PS MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700140, WEST BEN- GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARUN RASHID MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BE- FORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT HARUN AND HARUN RASHID MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IN- DENTICAL PERSON

Name Change
I KUSUM DUTTA, W/O TARAKNATH PANJA , R/O MADHYAPARA, PO HARISHPUR, PS UDAYANARAYAN- PUR, DIST HOWRAH, PIN-711410, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS KUSUM PANJA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT KUSUM DUTTA AND KUSUM PANJA ALL ARE THE SAME AND ONE IN- DENTICAL PERSON

Name Change
I JAGMEET SINGH, S/O SUKHBINDER SINGH, R/O 239 GARIA MAIN ROAD, PO GARIA, RA- JPUR, SONARPUR,S 24 PARGANAS, PIN-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAG- MEET SINGH PHACHU, VIDE AN AF- FIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT JAGMEET SINGH PHACHU AND JAGMEET SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE INDEN- TICAL PERSON

Name Change
I AYESATHU HUMAIRA KAMAL RIYASATH, W/O KAMAL RIYASATH, R/O 25,T1/14F, DR. SURESH SARKAR ROAD, ENTALLY, KOLKATA-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS AYESATHU HUMAIRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB- LIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT AYESATHU HUMAIRA KAMAL RIYASATH AND AYESATHU HUMAIRA ALL ARE THE SAME AND ONE IN- DENTICAL PERSON

Name Change
I MONIKA SAHA, W/O SWAPAN SAHA, D/O CHUNIALH SAHA, R/O 41, SIMLAROAD, PO- BEADON STREET, PS - MANICKTALA, KOLKATA - 700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANIKA SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB- LIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT MONIKA SHAH AND MANIKA SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I ROJUNA BIBI, DAUGHTER OF ALIKADAR SHAIKH, RESIDING AT MADHYA HULA PASCHIM MADHYA HULA KINKARABATI, PS-SINGUR, HOOGHLY RURAL,WEST BENGAL PIN-712407. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROJUNA IMRAN SHAIKH ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB- LIC AT KOLKATA ON 18/01/2024. THAT VIKAS HARI AND VIKASH HARI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sajahanjan Sheikh S/o Abdul Gani Sheikh R/o Gondia, P.O.- Bhadura, P.S.- Ramnagar, 24 Pgs (S), Pin- 743504 shall henceforth be known as Salema Bibi Sheikh. I declare that Salema Bibi Sheikh and Sajahan Bibi Sheikh is same and one identical person by virtue of af- fidavit sworn before the Notary Pub- lic, Kolkata on 18-01-2024.

Name Change
I, Sajahanjan Sheikh S/o Abdul Gani Sheikh R/o Gondia, P.O.- Bhadura, P.S.- Ramnagar, 24 Pgs (S), Pin- 743504 shall henceforth be known as Md Sahajahan Sheikh. I declare that Md Sahajahan Sheikh and Sa- hajahan Sheikh is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-01-2024.

নাম পরিবর্তন
আমি, Dewan Shahid (পুরাতন নাম) পিতা Dewan Md Sharif (মোয়না- Moya- nagodi, Barasat-I, P.O.- Noapara, P.S.- Barasat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700125, West Bengal, India, কলকাতায় মোটারি পাবলিক, Dated 18.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dewan Md Shahid (নতুন নাম) নামে পরিচি্ত হলাম। Dewan Md Shahid (নতুন নাম) এবং Dewan Shahid (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Md Khurshid (পুরাতন নাম) পিতা Salim, টিকানা- Z-323848, Bagdipara Road, P.O.- Badartala, P.S.- Nadial, Kolkata- 700044, West Bengal, India, কলকাতায় মোটারি পাবলিক,Dated 18.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Khurshid Alam (নতুন নাম) নামে পরিচি্ত হলাম। Khurshid Alam (নতুন নাম) এবং Md Khurshid (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ASIT VISHVAS, S/O LATE SHIBA BISWAS, R/O VILL UTTAR JIALA, PO ASHARU, PS BAGDAH, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIT BISWAS, VDIG AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.A.C.J.M. (1ST CLASS), AT BON- GAON, NORTH 24 PARGANAS ON 16/01/2024, THAT ASIT BISWAS AND ASIT VISHVAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I REENA VISHVAS, W/O ASIT BISWAS, R/O VILL UTTAR JIALA, PO ASHARU, PS BAGDAH, DISTRICT - NORTH 24 PARGANAS, PIN-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS RINA BISWAS, VDIG AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.A.C.J.M.(1ST CLASS), AT BONGAON , NORTH 24 PARGANAS ON 16/01/2024, THAT RINA BISWAS AND REENA VISHVAS ALL ARE THE SAME AND ONE IN- DENTICAL PERSON

Name Change
I RITA BHATTACHARYA, D/O MURARI MOHAN MUKHERJEE , R/O P-14, A MODERN PARK, PO SANTOSHPOUR, PS SURVEY PARK, KOLKATA - 700075, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITA BHATTACHARJEE, VIDE AN AFFI- DAVIT SWORN BEFORE THE NO- TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT RITA BHAT- TACHARJEE AND RITA BHAT- TACHARYA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I MADNABENDU BISWAS, S/O KISHORI MOHAN BISWAS, R/O VILL ABHAYNAGAR PO SAHEBNAGAR, PS PALASHIPARA , NADIA, PIN- 741156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAN- ABENDU BISWAS, VDIG AN AFFI- DAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT MANABENDU BISWAS AND MADNABENDU BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
IAHAMMAD SARDAR, S/O RAJAULLA SARDAR, R/O VILL SAYESTANAGAR, PO SAYESTANAGAR,PS- BADURIA,BASIRHAT, PIN-743427

চালকদের নানান সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জানুয়ারি : ৯ ঘণ্টার বদলে একটানা ১৪ ঘণ্টার ট্রেন চালানোর ডিউটি সহ চালকদের নানান সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালালো অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের শতাধিক লোকো পা ই ল টে রা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মালদার ইংরেজ বাজার শহরের পূর্ব রেলের ডিআরএম অফিসে এই অবস্থান বিক্ষোভ করেন মালদা ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের লোকো পাইলটেরা। তাদের বক্তব্য, ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে লোকো পাইলটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শীত হোক বা গ্রীষ্ম যেকোনো মরশুমের কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী একজন লোকো পাইলট সর্বোচ্চ ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিউটি করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকো পাইলটদের ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা একটানা ডিউটি করতে হচ্ছে। এরফলে শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি অসুস্থতা নানান সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে ট্রেন চালকদের। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের এদিন প্রায় একশোরও বেশি লোকো পাইলটেরা ডিআরএম অফিসের সামনে ধর্মীয় বসে জানানো হয় তাদের প্রতিবাদের কথা। আগামীতে এই আন্দোলন সর্ববৃহৎ ভাবে রেলের বিভিন্ন ডিভিশন গুলিতেও পরিবেশিত হবে বলে জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

শিলিগুড়িতে অবৈধ টোটো চলাচল বন্ধ করা হোক, দাবি রিক্সা এসোসিয়েশনের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরে অবৈধ টোটো চলাচল বন্ধ করা হোক, এমন দাবি তুলে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল দার্জিলিং সমতল এন্ড জলপাইগুড়ি ইরিকশা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংবাদমাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় অবৈধ নম্বর বিহীন টোটো শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন জায়গায় চালাচল করছে যাং ফলে যানজটের সমস্যা হচ্ছে। অবৈধ টোটো চলাচল যাতে বন্ধ করা হয় তার পাশাপাশি যে সমস্ত কারখানাতে এই টোটো গুলি তৈরি হচ্ছে সেই কারখানাও বন্ধ করার দাবি তোলে সংগঠনের সদস্যরা।

পরিবারতন্ত্রে ভরসা রাখল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ জানুয়ারি : ফের পরিবারতন্ত্রে আস্থা তৃণমূলের। ফলে পিসির মনোনীত ব্লক সভাপত্যিকে বছর দেড়েকের মধ্যে সরিয়ে ওই পদে নিয়ে আসা হল মামাকে। এনিরে কটাক্ষ করতে ছারোনি বিরোধীরা। কেউ বলেছে ‘মা মাটি মানুষ’। কারও মতে তৃণমূল জমিদারদের তুলে বিশ্বাসী। বছর দেড়েক আগে ২০২২ সালের ২১ মার্চ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রামপুরহাট বগুইই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় বড়তাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। খুনের বারলা নিম্নে ওইদিন রাতেই বগুইই গ্রামের একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে পুড়ে মৃত্যু এক শিশু কন্যা সহ ১০ জনের। ২৪ মার্চ ঘটনার ভয়াবহতা দেখতে গ্রামে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অগ্রিকান্তের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ পেয়ে ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনকে প্রেফতারের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নির্দেশ দেন সৈয়দ সিরাজ জিম্মি ভালো ছেলো। তাকেই ব্লক সভাপতি করার নির্দেশ দিয়ে যান। সেই মতো ব্লক সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন জিম্মি। সূত্রের খবর, জিম্মিকে ব্লক সভাপতি হিসাবে মেনে নিতে পারছিলেন না এলাকার বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অনেকেই। এমনকি অনেক অঞ্চলে জিম্মিকে বাদ দিয়েই দলের কর্মসূচি করে গিয়েছেন অনেকে। একটি অংশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে জিম্মির মণ্ডপত করছেন বলে খবর। ফলে ক্ষমতা পাওয়ার একমাস পর থেকেই ক্ষমতা হারানোর আতঙ্কে ভুগছিলেন জিম্মি। এমনকি গত বছরের মে মাসে নবজোয়ার যাত্রায় বীরভূমে এসে মামার বাড়ি কুসুম্বা গ্রামে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই থেকেই মামার ব্লক সভাপতি হওয়া সম্ভবনা প্রবল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত লোকসভা ভোটের আগে তাকে সরিয়ে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা নীহার মুখোপাধ্যায়কে। নীহারবাবুর বাবা অনিল মুখোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা। মামীমা পম্পা মুখোপাধ্যায় সদস্যমণ্ড ত্রিভুদ্র পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুসুম্বা গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে দাঁড়িয়ে বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছেন। তারপরও পিসি ভাইপোর মামার বাড়ির হাতেই থাকল ব্লক সভাপতির গুরু দায়িত্ব। তবে সৈয়দ সিরাজ জিম্মি জেলা সহ সভাপতি পদে থাকবেনে এবিষয়ে সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, আমি দলের অন্তর্গত সৈনিক। দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব পালন করা আমার কাজ। পিসিপেমের বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব বর্শণ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসে ন্যূনতম গনতন্ত্র নেই। এরা জমিদারি প্রথাই বালুসী। জমিদারদের দল চালায়। সেই প্রথা অনুযায়ী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মামাকে পদে বসালেন। জিম্মিকে যখন ব্লক সভাপতি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেটাও জমিদারি প্রথা মেনে। আর এখন দলের সিদ্ধান্ত তো ভাইপো নেয়। বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, জিম্মি ভালো লোক। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মাধ্যমে হয়তো বখরার টাকা কলকাতায় যাচ্ছিল না। তাই এবার মামার মাধ্যমে বখরার টাকা পৌঁছাবে ডাঙ্গের কাছে। শুধু রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক নয় নলহাটি ১ নম্বর ব্লক সভাপতি করা হয়েছে সিপিএমকে আসা রেজাউল হককে। ওই ব্লকের সভাপতি ছিলেন বিভাস চন্দ্র অধিকারী। তিনি বছর দুয়েক আগে পদত্যাগ করেন। ফলে দীর্ঘদিন ব্লক সভাপতির পদ ফাঁকা ছিল। অন্যদিকে ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকে বিধায়ক অভিজিত মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে সভাপতি করা হয়েছে সূর্য কুমার মণ্ডলকে। ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকে নারায়ণ চন্দ্র সাহাকে সরিয়ে সভাপতি করা হয়েছে প্রমোদ রায়কে। খয়রাপোলে ৫ জনের এবং দুবরাজপুরে দুজনের কমিটি ব্লকের দেখভাল করবে।

শেষ পর্যন্ত মহকুমা হল ধূপগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : আইনি জটো আটকে ছিল ঘোষণা। অবশেষে জটিলতা কেটে মহকুমা পেলেন ধূপগুড়িবাসী। গত বছর ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়িতে বিধানসভা উপনির্বাচন ছিল। উপনির্বাচনে আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন, ধূপগুড়ি সার ডিভিশন হবে। সেসময় ধূপগুড়িবাসীকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন, ‘‘ আমি কথা দিচ্ছি মহকুমা হবে। আমি কথা দিলে কথা রাখি।’’ পরবর্তীকালে ধূপগুড়ি নির্বাচনে যেতে তৃণমূল বিজেপির কাছ থেকে ধূপগুড়ি আসন ছিলিয়ে নো তৃণমূল। তার হাজারেও বেশি ভোটে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। আর তারপরেই ভোটের আগে দেওয়া অভিষেকের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে উদ্যোগী হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর মন্ত্রিসভার বৈঠকে ধূপগুড়িকে সার ডিভিশন করার সিদ্ধান্তটি পাশ হয়। কিন্তু এতদিন আইনি জটো আটকে ছিল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। অবশেষে সেই ছাড়পত্র মিলল। অনেকদিন আগেই ধূপগুড়িকে মহকুমা গঠনের প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রিসভায় পাস হয়েছে। কিন্তু, তারপরেও আটকে ছিল মহকুমা গঠনের প্রক্রিয়া। আইনি জটিলতায় ধূপগুড়ি মহকুমা আটকে ছিল মহকুমা গঠনের প্রক্রিয়া। আইনি জটিলতায় ধূপগুড়ি মহকুমা গঠন আটকে রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনি জটিলতায় মিটলে মহকুমা গঠন করা হবে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপত্যিকে ফোন করেছিলেন। তারপর বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের অন্ত্যুতনে জানান, ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণার চূড়ান্ত ছাড়পত্র মিলেছে।

বন্যায় ধসে গেছে কোটি টাকার ব্রিজ, ৩ বছরেও বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ জানুয়ারি : কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল বিশাল কংক্রিটের ব্রিজ। বন্যায় ব্রিজের সংযোগকারী অংশ ধসে যাওয়ায় বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা। তিন বছর পার হলেও কংক্রিটের ব্রিজের উপর যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়নি। দ্রুত ব্রিজ মেরামতের দাবিতে এলাকাবাসী থেকে শুরু করে বিরোধীদলগুলি একাধিক বার বিক্ষোভ দেখায় প্রশাসনের দফতরে। উল্টে লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্রিজের পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে একাধিক কাঠের সেতু। তাও ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অগত্যা উপায় না পেয়ে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে কংক্রিটের ব্রিজের সঙ্গে সংযোগ করে চলছে যাতায়াত। ২৬ আগস্ট ২০২০ সালে অতি বৃষ্টির কারণে ধসে গিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ২ নম্বর ব্লকের পলাশপাই খালের উপর থাকা মহিষঘাটা কংক্রিটের ব্রিজের সংযোগকারী একটা অংশ। তারপর থেকে ব্রিজ মেরামত বা তৈরির জন্য একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও সেভাবে কোন খুঁহা হয়নি। এলাকাবাসী থেকে শুরু করে বিরোধীদলগুলি দ্রুত ব্রিজ



মেরামতের দাবিতে প্রশাসনকে লিখিত আবেদন ও বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেয় একাধিক বার। তারপরে প্রশাসনের উদ্যোগে ধসে যাওয়া কংক্রিটের ব্রিজের ধ্বংসে স্থায়ী ভাবে করা হয়েছিল বাঁশ ও কাঠের সাঁকো। সেই সাঁকো দিয়ে বৃষ্টি পূর্ণভাবে পারাপার করতে হচ্ছিল এলাকার বাসিন্দাদের। জানা গেছে, দাসপুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট যাওয়ার জন্য বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহার করা হত ওই রাস্তাটিকে। এমনকী দাসপুরের দুধকমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত মানুষ এই ব্রিজের উপর দিয়ে দাসপুর ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ করত। দাসপুর প্রধানত শাকসবজি

ও শীতকালীন ফুল চাষের এলাকা। প্রতিনিয়ত ওই এলাকার কৃষকেরা শাকসবজি ও ফুল নিয়ে পাড়ি দিত পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে। ব্রিজ ধসে পড়ায় চরম সমস্যায় পড়েছে এলাকাবাসী থেকে চামিরাও। এদিকে, অস্থায়ী সেতুও ভেঙে গেছে। বর্ষায় পলাশপাই খালে জল বাড়তেই ভেঙে গিয়েছিল অস্থায়ীভাবে তৈরি করা সাঁকোটিও। খালের একদিকে রয়েছে দুধকোমরা গ্রাম পঞ্চায়েত অপরদিকে রয়েছে খেণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত। পাশাপাশি ওই সড়কটি দাসপুর থেকে কোলাঘাট যাবার জন্য বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহার করত জেলার মানুষজন। চরম সমস্যায় এলাকার

ধান কেনােচোর দুর্নীতির অভিযোগ কৃষকদের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইন্ডির দেওয়া চার্জশিটে উঠে এসেছে ধান কেনােচোর দুর্নীতির অভিযোগ। রাজ্য সরকার কিয়ং মান্ডিতে ধান কেনার ক্ষেত্রে সজ্জতা বজায় রাখা নির্দেশ দিলেও। সরকারি নির্দেশ ভেঙাঝা না করে চলছে কালোবাজারি। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কৃষকরা। অভিযোগ, বীরভূমের বোলপুর শ্রীমদিকেতন ব্লকের বোলপুর কিয়ান মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে এসে তিন্ত ডিজিডতা স্বীকার হলো পারুই থানার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালানগর গ্রামের কৃষক বামাচরণ সামন্ত। এদিন তিনি বোলপুর কিয়ং মান্ডিতে ৬২ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে এসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, কুইন্টাল প্রতি ৪ কেজি পাঁচ কিলো এমনকি তিন কিলো করে ধান বেশি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর এই অভিযোগে রীতিমতো উত্তেজনার পরিবেশে তৈরি হলো বোলপুরের কিয়ান মান্ডি চত্বরে। সরকারিভাবে বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের মধ্যস্থতায় চাষিদের কাছে ধান কেনা হচ্ছে। বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ধান নিয়ে নেওয়া হচ্ছে চাষীদের কাছ থেকে। যদিও এ বিষয়ে রাইস মিলের ম্যানেজার ক্যামেরার সামনে কোন মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে বোলপুর কিয়ং মান্ডির দায়িত্ব থাকা এক অধিকারিক জানান, চামিরা ধান বিক্রি করতে আসছে। সটিকভাবেই ধান কেনা হচ্ছে। কিন্তু যে ধান গুণগত মান খারাপ। সে ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি ধান তিন-চার কেজি করে নেওয়া হচ্ছে। যদিও এটি সরকারি গাইডলাইনের বহির্ভূত। বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের বিরুদ্ধে যখন ধান কেনা নিয়ে কালোবাজারের অভিযোগ উঠে আসছে টিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আরো একটি তথ্য নিঃসন্দেহে চাঞ্চল্যকর। গরুপাচার কাণ্ডে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এই রাইস মিলের মালিককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সূত্রের খবর, পাচার কাণ্ডের কালো টাকা গেল মন্ডকের হাত ধরে এই রাইস মিলে বিনিয়োগ হয়েছে।

প্রধান শিক্ষককে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ জানুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুর স্কুলের মিড ডে মিলের রান্না করবে কোন সহায়ক দলের মহিলারা তা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বিবাদ। প্রধান শিক্ষককে অফিসের মধ্যে তালা লাগিয়ে চললো বিক্ষোভ। ঘটনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাঁশপুর ২ নং ব্লকের পরশুরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অভিযোগ, পরশুরাম মাতঙ্গিনী স্ব সহায়ক দলের মহিলারা ২০০৫ সাল থেকে বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের রান্নার জন্য নিয়োজিত হন। বৃহস্পতিবার তারা বিদ্যালয়ে রান্না করতে গিয়ে দেখেন অন্য একটি সহায়ক দলের মহিলারা রান্না করছেন। মাতঙ্গিনী স্ব সহায়ক দলের মহিলারা রান্না করতে চাইলে তাদের সঙ্গে প্রান্না শিক্ষকের বচসা সৃষ্টি হয়। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মাতঙ্গিনী স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের পুনরায় মিড ডে মিলের রান্নায় নিয়োজিত করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে।

প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েই উন্নয়নের কাজ চলিয়ে যেতে চাইছে বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থা



সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ জানুয়ারি : বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার বিগত বোর্ডে যে কাজ হয়েছিল তার অধিকাংশ হয়েছিল শেরে কেন্দ্রিক। মানুষের মূল প্রয়োজনের কথা মাথায় না রেখে বিডি- এর তহবিলে শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন করতে গিয়ে সৌন্দর্য্যবানকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার অধীন শহর লাগোয়া গ্রামগুলিতে সেভাবে নজর দেওয়া হয় নি। ফলে সৌন্দর্য্যায়নের নামে বর্ধমান শহরে বিডিএর প্রয়োজন অনুসারে কাজ করাকে প্রাধান্য দিতে চলছে বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থা। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত দুবছরের কাজের খতিয়ান এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরার পাশাপাশি একথাই একযোগে জানানলেন বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান কাকলি চা গুপ্তা এবং ভাইস চেয়ারম্যান আইনুল হক। এদিন কাকলি চা গুপ্তা জানিয়েছেন, ২০২২ সালে দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিডিএর তহবিলে ছিল মাত্র ২ লক্ষ টাকা। সেখান থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিডিএর কাজ চালানোর পাশাপাশি আয় বাড়ানোর দিকে জোর দেওয়া হয়। ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে বর্ধমান শহর ও গ্রাম বিল্ডিং মোট ২৭ কোটি ৭১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৯৭ টাকার কাজ করা হয়েছে। এদিন, কাকলি দেবী বিশ্বেশ্বরক দাবী করে বলেন, তিনি বিডিএর চেয়ারপার্সনেট দায়িত্ব নেবার পর দেখেছিলেন বিডিএর অধীন বর্ধমান ১ ব্লকের বেকুতপুর ১ এবং ২ পঞ্চায়েত, বর্ধমান ২ ব্লকের বেলকালি, সরাইটিকর এবং রায়ান পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজের জন্য অনেক আবেদনপত্র জমা পরে রয়েছে। আশ্চর্যজনক ভাবে ওই সব পঞ্চায়েতের কাজগুলি না করে কেবল মাত্র বর্ধমান শহরের সৌন্দর্য্যায়নের কাজ করা হয়েছে বিডিএর তহবিল থেকে। অসহ্য আরবান ডেভেলপমেন্টের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সৌন্দর্য্যায়নের কাজ করা যাবে না, ওই কাজ কোন অর্থ প্রদান করা হবে না। এর পরিবর্তে বিডিএর আয়স্থায়ন গ্রামগুলির উন্নয়ন করতে হবে। তাই তিনি পুরানো আবেদনগুলিকে

‘স্বাস্থ্যের জন্য হাট্টন’- এই স্লোগানকে সামনে রেখে পদযাত্রা দিনহাটায়



দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৮ জানুয়ারি : ‘স্বাস্থ্যের জন্য হাট্টন’- এই স্লোগানকে সামনে রেখে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল দিনহাটায়। দিনহাটার স্বাস্থ্য মেলা কমিটির ব্াহস্পতিবার শহরের সংহতি ময়দান থেকে এই শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, ওরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান পার্শ্বপ্রতিম রাই, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রজিত মন্ডল, স্বাস্থ্য মেলা কমিটির সভাপতি চিকিৎসক বিদ্যুৎ কমল সাহা প্রমুখ। এদিনের এই শোভাযাত্রা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে আরো বেশি বেশি সচেতন করে তুলতেই এই শোভাযাত্রা। নিয়মিত শরীর চর্চা মানুষের দেহ মনকে পুষ্ট করে

তোলে। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগামী ২০ এবং ২১ জানুয়ারি দিনহাটা সংহতি ময়দানে স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই স্বাস্থ্য মেলায় উদ্বোধন করবেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিন্দা ভট্টাচার্য্য। দু’দিনের এই স্বাস্থ্য মেলায় দেশবিহার জেলা হাডাও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বহিরাগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে রোগী দেখবেন। রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি গুণ্ধু দেবারও ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ অন্যান্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই স্বাস্থ্য মেলায়। স্বাস্থ্য মেলায়

মানুষজন, তাদের দাবি আ্যুন্সলে পর্থন্ত যেতে পারে না গ্রামে। দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর ধরে কোনও সুরাহা না হওয়ায় এক প্রকার ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষজন। ঘটনায় শাসকদলকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। চরম সমস্যায় পড়েছে এলাকার মানুষ তা মানছেন দুধকমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এই বিষয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য ও দাসপুর-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমিত্র সিংহ রায় বলেন, ‘১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই ব্রিজটি মেরামত করা হবে। খুব শীঘ্রই এই মেরামতের কাজ শুরু হবে।’ দাসপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বলেন, উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বিষয়টি। ব্রিজের একাংশ ধসে যাওয়াই বর্তমানে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকোর সঙ্গে কংক্রিটের ব্রিজের সংযোগ করা হয়েছে। শুধুমাত্র বাইক সাইকেল পারাপার করতে পারছে সাঁকো বারবার। ফলে চরম সমস্যায় এলাকার কৃষক থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন। করে ওই কংক্রিটের ব্রিজ মেরামতের কাজ শুরু সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই।

প্রবল ঠান্ডায় দুঃস্থদের ক্বল মশারি ও রান্নার সরঞ্জাম প্রদান পুলিশের



: প্রবল ঠান্ডায় দুঃস্থদের ক্বল, মশারি ও রান্নার সরঞ্জাম প্রদান পুলিশের। সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ থানার ব্যাবস্থাপনায় নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন পুর ওয়ার্ড এবং গ্রামীণ অঞ্চলের ৪৭০ জন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল ক্বল, মশারি ও রান্নার বাসনপত্র। এই সহায়তা তুলে দিতে

ব্যাটারি ও সৌরশক্তি চালিত প্রথম জলযান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : পরিবেশবান্ধব ফেরি সার্ভিস চালু করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বরাত দে রাষ্ট্রায়ত্ত গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স নির্মিত ব্যাটারি ও সৌরশক্তি চালিত প্রথম জলযান ‘চেউ’ কে আজ জলে ভাসানো হয়েছে। সর্বাধিক ১০ নটিক্যাল মাইল গতিসম্পন্ন ২৪ মিটার দীর্ঘ বাতানুকুল এই জলযানে সর্বাধিক দেড়শো জন যাত্রী সফর করতে পারবেন। জলযানের পরীক্ষা ও মহড়া সহ অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT The Executive Engineer (Bustee Services)-II, KMC invites e-tender on behalf of Director General (Bustee Services) for the following work (submission of bid through online): NIT No.: KMC/BS/O&M/PUT/02/2023-24 (2nd Call) Name of the Work: Operation and maintenance of Pay & Use Toilets at different locations in KMC area. Earnest Money Deposit for each Pay & Use Toilet: Rs. 15,000.00. Time of Contract for each Pay & Use Toilet: 36 months. Last date and time of online submission of tender: 20.02.2024 upto 4 p.m. For full and further details please visit the website https://www.wbtenders.gov.in. Please keep on watching the above website for all further Addendum/Corrigendum, if any which will be published in above website only. KMC reserve the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. The Director General (Bustee Services)-II, KMC invites e-tender online quotation for the following work: NIT No.: KMC/EEBS/HQ/ST/23-24/321 (1st Call) Name of the Work: Soil testing for construction of Banglar Bari at different places in KMC area. Estimated Amount (Including GST & LWC): Rs. 4,96,742.24. Earnest Money: 10,000.00. Period of Completion: 365 days. Last date and time of submission of bid: 31.01.2024 upto 11 a.m. Bid opening date and time for technical proposals: 02.02.2024 at 11 a.m. The bid forms and other details for both the above mentioned tender will be made available on and from 19.01.2024 (5 p.m.) from the website http://wbtenders.gov.in and https://www.kmcgov.in The Dy. C.E. (Electrical), S&D, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work: NIT No.: KMC/PBPS/AD/M-20/2023-24 Name of the Work: Urgent lifting and lowering of 200 KW rating submersible pump motor including transportation from BDPS to Thanthania Drainage Pumping Station and vice versa. Estimated amount: Quotation. Earnest Money: 2% of quoted rate. Period of Completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 30.01.2024 upto 3 p.m. The bid forms and other details are available on and from 17.01.2024 upto 5 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in The Director General (S&D), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/DR/PBPS/E/08/2023-24 Name of the Work: Restoration of 2 nos. faulty slipring by replacing damaged spares and manufacturing of a new one with allied cable end jointing work at DWF Station of PBPS (DR.)/S&D. Estimated Amount: Quotation. Earnest Money: 2% of quoted rate. Period of Completion: 21 days. Last date and time of submission of bid: 30.01.2024 upto 3 p.m. The bid forms and other details are available on and from 18.01.2024 (5 p.m.) from the website https://wbtenders.gov.in (2) NIT No.: GRBU/BI-21A/23-24 (1st Call) Name of the Work: Cutting uprooting and cleaning of unwanted jungle at Garden Reach STP under Garden Reach and Behala Unit. Estimated Amount: Rs. 2,40,076.00. Earnest Money: Rs. 5,000.00. Period of Completion: 183 days. Last date and time of submission of bid: 30.01.24 at 1 p.m. The bid forms and other details are available on and from 20.01.2024 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (3) NIT No.: S./D/I-XV/138/37/23-24 Name of the Work: Removal of Silt from covered nikashi drain from Boro Saheb Math to Sofikathgola in Ward No. 138 under Br.-XV. Estimated Amount: Rs. 4,88,096.62. Earnest Money: Rs. 9,800.00. Period of Completion: 75 days. Last date and time of receipt/opening of tender paper: 03.02.2024 at 2 p.m./05.02.2024 at 2 p.m. (Technical Bid). The bid forms and other details are available on and from 27.01.2024 at 2 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in The CMHO (Health Department), KMC invites quotation online item rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/CMHO/21/2023-24 Dated:17.01.2024 Name of the Work: Construction of 86 nos. Kiosks all over Kolkata in connection with IPPI Programme. Estimated Amount: 3,40,600.00. Earnest Money: 7,000.00. (2) NIT No.: KMC/CMHO/22/2023-24 Dated: 17.01.2024 Name of the Work: Printing and supply of 2000 nos. Yellow Cloth Banner all over Kolkata in connection with IPPI Programme. Estimated Amount: Rs. 2,10,400.00. Earnest Money: Rs. 5,000.00. Last date and time of submission of bid: 02.02.2024 till 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]. The other details are available on and from 19.01.2024 from the website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]. 1296/23-24

আজ শুরু ক্রিকেট অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ



একনজরে ভারতের খেলার সময়সূচি

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ১৫ তম আসর শুক্রবার বসছে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেবে আয়ারল্যান্ড ও আমেরিকা। আর ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১১ ফেব্রুয়ারি। ১৬ টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে এবারের আসরটি। দলগুলো চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথম পর্বের ম্যাচগুলো খেলবে। আসরজুড়ে মোট ৪১ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ ‘এ’ তে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপ ‘বি’ তে রয়েছে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্কটল্যান্ড ও স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা।

গ্রুপ ‘সি’ তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে এবং গ্রুপ ‘ডি’ তে রয়েছে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান ও নেপাল।

দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো। ভারতীয় সময় দুপুর ১.৩০ মিনিটে শুরু হবে সবগুলো ম্যাচ।

একনজরে ভারতের ম্যাচের সূচি - ২০ জানুয়ারি : ভারত বনাম বাংলাদেশ, মানগাং ওভাল, ব্রুমফস্টেইন।

২৫ জানুয়ারি : ভারত বনাম আয়ারল্যান্ড মানগাং ওভাল, ব্রুমফস্টেইন।

২৮ জানুয়ারি : ভারত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানগাং ওভাল, ব্রুমফস্টেইন।

অস্ত্রোপচার হল সূর্যকুমারের

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : গত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চোট পাওয়ায় জন্য টি-টোয়েন্টি পেশপালিস্ট সূর্য কুমার যাদব ভারত বনাম আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারেননি। তাঁর যে অস্ত্রোপচার হবে তা জানাই ছিল। সেই অস্ত্রোপচার হয়ে গেল বুধবার রাতে। সূর্যের হার্নিয়ার অপারেশন হয়েছে জার্মানিতে। আপাতত রিহাব করবেন তিনি। জানা গিয়েছে, সূর্যের সেরে উঠতে প্রায় মাসখানেক লাগবে। তার পরেই তিনি মাঠে নামতে পারবেন। নিজেই ছবি পোস্ট করে বৃহস্পতিবার এই খবর জানিয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার সূর্য।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে কালোস

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠে গেলেন কালোস আলকারাজ। বৃহস্পতিবার রড লেভার এরিয়ান তিনি হারানেন ইতালির লোরেঞ্জো সোনেগোকে। ইতালির লোরেঞ্জো সোনেগোর বিরুদ্ধে আলকারাজ জিতেছেন ৬-৪, ৬-৭, ৬-৩, ৭-৬ গেমে। তবে একটি সেট তাকে খোঁষাতে হয়েছে। ট্রার পর্যায়ে এই নিয়ে ২০০তম ম্যাচ খেললেন আলকারাজ। এই নিয়ে তৃতীয় বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নেমেছেন আলকারাজ।

‘ডার্বি ম্যাচের গুরুত্ব আমরা জানি’, সবুজ-মেরুন কোচ ক্লিফোর্ড সুপার কাপে কলকাতা ডার্বি ভুবনেশ্বরে, হাতের কাছে রাখুন ইস্ট-মোহন দ্বৈরথের পরিসংখ্যান

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান দ্বৈরথ পরিচিত বড় ম্যাচ, ডার্বি বা কলকাতা ডার্বি নামে। ইস্টবেঙ্গল কখনও বড় ম্যাচ খেলেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল নামে। আবার মোহনবাগান খেলেছে এটিকে মোহনবাগান, কিংবা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নামে। সামগ্রিকভাবে ডার্বি পরিসংখ্যানে অবশ্য পাল-তোলা নৌকার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে লাল হলুদ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে পরিসংখ্যানবিদ পারিজাত মৈত্রের তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন বড় টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মোট দ্বৈরথের সংখ্যা ৬২৮টি। অর্থাৎ কালকের বড় ম্যাচ বড় টুর্নামেন্টগুলির নিরিখে ৬২৯তম কলকাতা ডার্বি। ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ১২৪টিতে, মোহনবাগানের জয় ৯৮টিতে, ১০৭টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বা আইএসএলে ৬টি ম্যাচের সব কটিতেই ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আই লিগের বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ২৫টির মধ্যে ৭টিতে জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে ১০টিতে, ড্র ৮টি। জাতীয় লিগে ২০টি দ্বৈরথে ১০টিতে জিতেছে লাল হলুদ, পাঁচটিতে জিতেছে মোহনবাগান, ড্র হয়েছে ৫টি।

ফেডারেশন কাপে ২২টি বড় ম্যাচে ৮টিতে জিতেছে ইস্টবেঙ্গল, ৬টিতে মোহনবাগান, ৮টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। আইএফএ শিল্ডে ৪১ বার কলকাতার দুই প্রধানের দ্বৈরথ



ইস্টবেঙ্গলের জয় ৫৫টিতে, ৪৭টিতে জিতেছে মোহনবাগান, ড্র ৬০টি। ডুরান্ড কাপে গত বছর প্রথম সান্ধাতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে হারিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। ফাইনালে একই স্কোরলাইনে বদলা নেয় মোহনবাগান এসজি। ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ২২টির মধ্যে জিতেছে ৯টিতে, ৮টিতে জিতেছে মোহনবাগান, ড্র হয়েছে ৫টি ম্যাচ। রোভার্স কাপে ১২টির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান চারটি করে ম্যাচে জিতেছে, ড্র হয়েছে

চারটি ম্যাচ। অল এয়ারলাইন গোন্ড কাপে ১০টির মধ্যে লাল হলুদের জয় সাতটিতে, ১টিতে জিতেছে মোহনবাগান, ২টি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

১২৮টিতে, ড্র হয়েছে ১২৬টি ম্যাচ। এই পরিসংখ্যানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা কাপে একবারই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দ্বৈরথ

ডিসিএম ট্রফির একমাত্র সান্ধাতে ইস্টবেঙ্গল ও সিসরস কাপে ২টি সান্ধাতের দুটিতেই জেতে সবুজ মেরুন। ম্যাকডাওয়েল কাপে ২টি দ্বৈরথে দুই দলই জিতেছে একটি করে ম্যাচ। বরদলুই ট্রফিতে একবারই কলকাতা ডার্বি হয়েছিল, যা ড্র হয়ে যায়। দার্কিলিং গোন্ড কাপে তিনটি সান্ধাতে একটি করে ম্যাচে জেতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ড্র হয় ১টি ম্যাচ। বড-হোট সবমিলিয়ে দুই প্রধানের দ্বৈরথ হয়েছে ৬৯৫টি। ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ১৪১টিতে, মোহনবাগানের জয়

হয়েছিল। যাতে শেষ হাসি হাসে লাল হলুদ। এবার কলিক সুপার কাপের কী ফলাফল হয় তা জানতে আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আর হাইডোপেন্টজ এই ম্যাচের চিক একদিন আগেই শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাব নিয়ে নতুন একটি দূর্বৃত্ত গানের সাথে হাজির বাংলা জনপ্রিয় ব্যান্ড কায়। কায় ব্যান্ডের এই গানটির নাম ‘সবুজ মেরুন গান’। কায় ব্যান্ডের সঙ্গীত শিল্পীদের অসাধারণ সুর ও কথায় ইতিমধ্যেই মন জিতে নিয়েছে মোহনবাগান সমর্থকদের।

প্রয়াত বিখ্যাত সাংবাদিক ‘মিস্টার উইম্বলডন’



মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : শোশাদার ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে

মাইক ডিকসন নিযুক্ত ছিলেন ৩৮ বছর। এই দীর্ঘ বছর সাংবাদিকতার আসাইনমেন্টে এসে চলে গেলেন তিনি। মেলবোর্নে বুধবার মারা গিয়েছেন খ্যাতিমান এই ব্রিটিশ সাংবাদিক ডিকসন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। টেনিসে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৬ সালে রন বুকম্যান মিডিয়া এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। বেশ কিছু বইও লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইংল্যান্ডের

ওপেনে কভার করতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভালোবাসার আসাইনমেন্টে এসে চলে গেলেন তিনি। মেলবোর্নে বুধবার মারা গিয়েছেন খ্যাতিমান এই ব্রিটিশ সাংবাদিক ডিকসন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। টেনিসে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৬ সালে রন বুকম্যান মিডিয়া এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। বেশ কিছু বইও লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইংল্যান্ডের

প্রাক্তন অধিনায়ক বব উইলিসকে নিয়ে লেখা ‘ক্রিকেটার অ্যান্ড অ্যা জেন্টেলম্যান’, উদীয়মান টেনিস তারকা এমা রাদুকানুকে নিয়ে লেখা ‘হোয়েন টেনিস কেম হোম’ ইত্যাদি। আগামী ২৭ জানুয়ারি মেলবোর্নে বসেই তিনি তার ৬০-তম জন্মদিন পালন করতেন। কিন্তু সেটা আর হলো না। ডিকসনের আকস্মিক মৃত্যুতে টেনিস অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সর্বকালের অন্যতম সেরা কোচ, শুভ জন্মদিন পেপ গার্ডিওলার



কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : সর্বকালের অন্যতম সেরা কোচের নাম বললে প্রথমে উঠে আসবে পেপ গার্ডিওলার নাম। ১৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার তার শুভ জন্মদিন। খেলোয়াড় হিসেবে অধিকাংশ সময় বার্সায় কাটিয়েছেন গার্ডিওলা। অবসর গ্রহণের পর বার্সেলোনা বি দলের কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০০৮ সালের ৮ মে

মাসে। বার্সেলোনার মূল দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পান ২০০৮-০৯ মরসুমে। বার্সা ট্রেন্ড জয় করে। এর ফলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাসে কনিষ্ঠতম ম্যানেজার হিসেবে এই ইরোপা জেতার কৃতিত্ব গড়েন গার্ডিওলা। পরের মরসুমে গার্ডিওলা সুপার কাপ এবং ইউরোপীয়ান সুপার কাপ এবং ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতে। তার সুবাদে এক বছরে ছয়টি শিরোপার সবগুলোই জেতে বার্সা। বার্সেলোনাকে মাত্র ৩ বছরে ১৪ ট্রফি জিতিয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। ২০১২ সালে ফিফা তাকে বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার দেয়। এরপর বার্সেলোনার কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে জার্মান জায়ান্ট বার্মান মিউনিখের দায়িত্ব নেন গার্ডিওলা। দায়িত্ব নিয়ে

বার্মান মিউনিখকে বুডেসলিগার শিরোপা জিতিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই কোচ। বার্মান মিউনিখের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ২০১৬ সালে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে কোচের দায়িত্ব পালন করছেন ৫৩ বছর বয়সী এই কোচ। পেপ গার্ডিওলা যেখানে পা রেখেছেন সাফল্য তাকে ছুঁয়েছে। বার্সেলোনা, বার্মান মিউনিখের পর ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে একক আধিপত্য দেখিয়ে যাচ্ছেন।সিটিজেনদের হয়ে ৬ মরসুমে পাঁচবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। মর্যাদাপূর্ণ ট্রেন্ড জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। এর আগে ম্যানচেস্টার

ইউনাইটেডের হয়ে একমাত্র স্যার ফার্স্টসাই ট্রেন্ড জিতেছিলেন। মাঠের ফুটবলারদের সঙ্গে কোচও যে সমান তাতে তারকাখ্যাতি পেতে পারেন, তা দেখাচ্ছেন পেপ গার্ডিওলা। তার সাফল্যই তাকে দিয়েছে অমরত্ব। তার তীক্ষ্ণ ফুটবল মস্তিষ্ক তাকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। যেখানে পা রেখেছেন সেখানেই রেকর্ড গাচ্ছেন। এই তো সেদিন পুরুষ ফুটবলের কোচ হিসাবে ২০২৪ সালের ফিফার ‘বেস্ট’ পুরস্কার জিতেছেন। এর আগে ২০১১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, গার্ডিওলাকে কাতালানা আইনসভার সর্বোচ্চ সম্মাননা স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হয়।২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি, গার্ডিওলাকে ২০১১ ফিফা বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার দেওয়া হয়।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ভবিষ্যৎ কি তিন রুশ ভাইয়ের হাতে

১৮ জানুয়ারি : আমির ইব্রাগিমভ, ফুটবল দুনিয়ায় তেমন পরিচিত কোনো নাম নয়। কিন্তু রাশিয়ান বংশোদ্ভূত এ কিশোর সম্প্রতি নিজের আগমনী বার্তা দিয়েছে এক ম্যাচে চার গোল করে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে গত পরশু নিউক্যাসল অনূর্ধ্ব-১৬ দলের বিপক্ষে অভিষেকে একাই চার গোল করে আমির ইব্রাগিমভ। পারফরম্যান্সের কারণে তা বটেই, চার গোল করে ইব্রাগিমভ আলোচনায় এসেছে খেলাধুলার নিজেদের পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেও। শুরুতেই বলা যাক ইব্রাগিমভের কথা। তার জন্ম রাশিয়ার দেগেস্তানে এক মুসলিম পরিবারে। ১১ বছর বয়সে তার পরিবার ইংল্যান্ডে চলে আসে। এরপর তার ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু হয় শেফিল্ড ইউনাইটেডের যুব একাডেমিতে। পরে শেফিল্ড থেকে সে চলে আসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একাডেমিতে। ইউনাইটেডে এসে নিজের ফুটবল প্রতিভায় মুগ্ধ করে সবাইকে। ‘রেড

ডেভিল’দের অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৫ দলের নেতৃত্বও দেয় ইব্রাগিমভ। এর মধ্যে ভিন্ন এক কারণে ইতিবাচকভাবে আলোচনায় আসে এই উদীয়মান ফুটবলার। ২০২২ সালের মার্চে ইউনাইটেডের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে টটেনহামের বিপক্ষে খেলছিল ইব্রাগিমভ। ম্যাচের একপর্যায়ে বল নিয়ে ড্রিবল করে ঢুকে পাে প্রতিপক্ষের বক্সে। এ সময় টটেনহাম ডিফেন্ডার তাকে ফাউল করলে পেনাল্টি দেন রেফারি। কিন্তু ইব্রাগিমভের বিশ্বাস ছিল সে ফাউলের শিকার হয়নি। পেনাল্টি নিতে গিয়ে গোলের চেষ্টা না করে আলতো টোকাই বল তুলে দেয় প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের হাতে। এমন আচরণে মুহূর্তের মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রে চলে আসে ইব্রাগিমভ। দারুণভাবে প্রশংসিতও হয় এ কিশোর। এরপর ২০২২ সালের আগস্টে ক্লাবের সঙ্গে প্রি-স্কলারশিপ চুক্তিও সম্পন্ন করে ইব্রাগিমভ। এরপর ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ইউনাইটেডের অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে লিভারপুলের



এপ্রিলে ইউনাইটেডের মূল দলের অনুষ্টলিও করেছে এই ফরেয়ার্ড। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ইউনাইটেডের কিংবদন্তি কোচ স্যার আলেক্স ফার্স্টসনেরও। ইব্রাগিমভ সিটির একাডেমিতে খেলে যোগ দেয় ইউনাইটেডে। ইব্রাগিমভ ও গাজিক এই মধ্যে ইউনাইটেডের হয়ে একসঙ্গেও খেলেছে। লিভারপুলের বিপক্ষে সে ম্যাচে

অভিষেক হয়েছে তার। তবে চাইলে সে রাশিয়ার হয়েও খেলতে পারবে।খেলায়োড় হিসেবে ইব্রাগিমভের সামর্থ্য কেমন, তা নিয়ে ইউনাইটেডে তাকে রিক্রুট করা কোচ রাদুসিও কিং বলেছেন, ‘মতো করে দৌড়াতে আমি বেশিজনকে দেখিনি। আমি তাকে ১০ নম্বর জার্সি পরে ওয়েইন রুনির জায়গায় খেলতে দেখি।’ এই কিশোরকে নিয়ে তিনি আরও বলেছেন, ‘চাই না সে তার স্টাইল বা সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে ফেলুক। কোচ হিসেবে আমি তার মধ্যে সফল হওয়ার সব উপাদান দেখি।’ইব্রাগিমভের অন্য তিন ভাইও যুক্ত খেলাধুলার সঙ্গে, যাদের দুজনই আবার ফুটবলার। গাজিক ও মুহাম্মদ নামে এ দুজনও খেলেছে ইউনাইটেডের বয়সভিত্তিক দলে। গাজিক কিছু সময় ম্যানচেস্টার সিটির একাডেমিতে খেলে যোগ দেয় ইউনাইটেডে। ইব্রাগিমভ ও গাজিক এই মধ্যে ইউনাইটেডের হয়ে একসঙ্গেও খেলেছে। লিভারপুলের বিপক্ষে সে ম্যাচে

ইউনাইটেড জিতেছিল ৫-৩ গোলে। ম্যাচের পর নিজেদের ইউনাইটেডের জার্সি পরা ছবি ইব্রাগিমভ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে ইব্রাগিমভ লিখেছিল, ‘জয় উদ্যাপন করে এবং ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে খেলতে পেরে আনন্দিত।’ তাদের ছোট ভাই মুহাম্মদও গাজিকের মতো সিটির একাডেমি ছেড়ে ক্যারিটনে এসেছে গত নভেম্বরে। এর আগে যমজ ভাই ফারিও ও রফয়েল এবং দুই ভাই গাজিও ও ফিল নেভিল ইউনাইটেডের হয়ে একসঙ্গে খেলেছিলেন। ভাইদের জুটি বেঁধে খেলার আরও কিছু দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে। তবে কোনো একদিন এই তিন ভাই একসঙ্গে ইউনাইটেডের হয়ে খেললে সেটা দারুণ এক দৃশ্যই হবে। ওহ তাদের বড় ভাই ইব্রাগিম ইব্রাগিমভের কথা তো বলাই হয়নি। তিনি অবশ্য ফুটবল নয়, খেলেন এমএমএ-তে। ১৯ বছর বয়সী এ এমএমএ ফাইটার অবশ্য ৬ ম্যাচে খেলে কোনোটিতেই হারেননি।

হ্যাঞ্জলউড-হেডের দিনে জয়ের কাছাকাছি অস্ট্রেলিয়া

১৮ জানুয়ারি : ৫-৪-২-৪-নিজের প্রথম ৫ ওভার শেষে জশ হ্যাঞ্জলউডের বোলিং কিংগার ছিল এমন। এক ওভার আগে ফিরলে যা আরও দুর্দান্ত। ৪ ওভারের ৪টিই মেডেন, উইকেট ৩টি। ট্রাভিস হেডের শতকের পর, দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যাঞ্জলউডের এমন বিধ্বংসী বোলিংয়ে অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষেই জয়ের কাছাকাছি অস্ট্রেলিয়া। ৯৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৬ উইকেট ৭৬ রানে। ক্যারিবীয়রা এখনো ২২ রানে, হাতে ৪ উইকেট। প্রথম দিনের শেফটকুর মতো দ্বিতীয় দিনের শুরুটাও ভালোই করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে শেষ পর্যন্ত দিনটা হাসিমুখে শেষ করতে পারেনি তারা। এক সেশনেই হারিয়েছে স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের। শেষবেলায় নাথান লায়নের বলে জাফিন প্রোভস আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের খেলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। নয়তো খেলা হতে পারত আরও কিছুক্ষণ। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনারকেই ফিরিয়েছেন হ্যাঞ্জলউড। কোনো রান করেই হ্যাঞ্জলউডের বলে অ্যালেক্স ক্যারির হাতে ক্যাচ দেন জেভেনারায়ন চন্দরপল। অধিনায়ক প্রভেসের বলে ১ রান, তিনি ক্যারি আউট হলে। ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে যখন অ্যালেক্স ক্যারি আউট হন, তখনো অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ২০ রানে পিছিয়ে ছিল। সেখান থেকে স্টার্ক ও প্যাট কামিন্সকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে

ইনিংসে ২৬ রান করে প্রিনের বলে আউট হয়েছেন। গতকাল ২ উইকেটে ৫৯ রান নিয়ে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। দিনের দ্বিতীয় ওভারেই আজ অস্ট্রেলিয়া হারায় প্রিনকে। এরপর ক্রিজে আসেন ট্রাভিস হেড। অস্ট্রেলিয়াকে লিড এনে দেওয়ার কাজটি করেছেন এই বাঁহাতিই। তুলে নিয়েছেন ক্যারিয়ারের সপ্তম শতকা খেলেছেন



১৬৪ বলে ১১৯ রানের ইনিংস। প্রিনের বিদায়ের পর উসমান খাজা ব্যক্তিগত ৪৫ রান করে আউট হন। কেয়ার রোডের শিকার হওয়ার আগে মিচেল মার্শ করেন ৫ রান। ৪৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৪ রান নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় অস্ট্রেলিয়া। তখন ক্রিজে ছিলেন হেড ও অ্যালেক্স ক্যারি। এই দুজনের ৬৯ রানের জুটি ভাঙে প্রভেসের বলে ১৫ রানে ক্যারি আউট হলে। ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে যখন অ্যালেক্স ক্যারি আউট হন, তখনো অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ২০ রানে পিছিয়ে ছিল। সেখান থেকে স্টার্ক ও প্যাট কামিন্সকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে

নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান হেড। স্টার্কের সঙ্গে ৫৪ রানের জুটি গারর কামিন্সের সঙ্গে যোগ করেন ৩৬ রান। গত বছর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে শতকের পর টেস্ট এটি হেডের প্রথম শতক। রোচ ও অভিষিত প্রভেস ২টি করে উইকেট নিয়েছেন। দলীয় ২৫৫ রানে আলজারি জোসেফের বলে ছক্কা মারতে গিয়ে স্কয়ার লেগে ক্যাচ

নেন হেড। শেষদিকে লায়নের ২৪ বলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে তাদের সংগ্রহ ২৮৩ রানে নিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়া লিড পায় ৯৫ রানের। গতকাল টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম বলে স্টিভ স্মিথকে আউট করা শামার জোসেফ মারনাস লাবুরেশনকেও আউট করেছিলেন। আজ দিনের শুরুতে ফিরিয়েছেন প্রিনকে। এরপর মিচেল স্টার্ক ও নাথান লায়নকে। তাতেই দশম ক্যারিবীয় ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক টেস্টে নিলেন পাঁচ উইকেট। অভিষেক টেস্টে প্রথম বলে উইকেট ও ৫ উইকেট নেওয়া দ্বিতীয় বোলার জোসেফ। অনাজন লায়ন। যিনিও আছেন এই টেস্টে।

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন রাদারফোর্ড

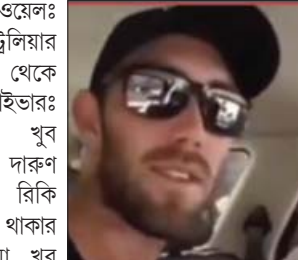
অকল্যান্ড, ১৮ জানুয়ারি : নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সন্তানরায় ব্যাটসম্যান ছিলেন নিউজিল্যান্ডের রাদারফোর্ড। ২০১৩ সালে অভিষেক টেস্টেই করেছিলেন সেফুল। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভাও যেন হারিয়ে যেতে শুরু করে। কিউইদের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০১৯ সালে। এরপর জাতীয় দলে আর কখনও ডাক পাননি। আর পাবেন বলেও মনে হয় না। ৬৪ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান তাই আজ

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না খেললেও রাদারফোর্ড নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন। আঞ্চলিক দল ওটাগো চ্যেংকটসের হয়ে নিয়মিত খেলছেন বেশ দাপটের সঙ্গেই। এবার ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেও সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। টি-টোয়েন্টি লিগ সুপার স্ম্যাশে আগামী মঙ্গলবার নর্দার্ন ব্রেন্ডের বিপক্ষে তিনি ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চলেছেন।

জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী ম্যান্ডওয়েলকে চিনতেই পারলেন না চিনা ড্রাইভার!

১৮ জানুয়ারি : গ্লেন ম্যান্ডওয়েলকে তার মারকুটে ব্যাটিংয়ের জন্য সবাই চেনে। তবে অস্ট্রেলিয়ার তারকাকে চিনতেই পারেননি এক চিনা ড্রাইভার! ২০১৬ সালের কথা। আট বছর আগে একটা মজার ঘটনা। সোশাল মিডিয়ায় যুগে সেই ভিডিও আরও একবার ভাইরাল হয়েছে। ব্যাপারটা কী ঘটেছিল? ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার আগে আমেরিকায় ছুটি কটাতে গিয়েছিল অজি দল। সেখানেই ম্যাড ম্যান্ড ও অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। এক চিনা ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে ম্যান্ডওয়েলের মজার আলোচনা সংবাদ প্রতিদিন-ইন-এর পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল ম্যান্ডওয়েল : এই যে বস। ট্যাক্সি ড্রাইভারঃ হ্যাঁ বলুন। ম্যান্ডওয়েল : আপনি ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু জানেন? ট্যাক্সি ড্রাইভার : হ্যাঁ জানি। আমি ক্রিকেট দেখি। ক্রিকেট আমার প্রিয় খেলা। ট্যাক্সি ড্রাইভারঃ আপনারা কোথা থেকে

এসেছেন? ম্যান্ডওয়েলঃ আমরা অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে থেকে এসেছি। ট্যাক্সি ড্রাইভারঃ অস্ট্রেলিয়া খুব শক্তিশালী দল। দারুণ ক্রিকেটে খেলো। রিকি পন্টিং অধিনায়ক থাকার সময় অস্ট্রেলিয়া খুব ভালো দল ছিল। ম্যান্ডওয়েলঃ আমরা এখনও ভালো দল। ম্যান্ডওয়েলঃ ডেভিড ওয়ার্নার ভালো ক্রিকেটার। ম্যান্ডওয়েলও ভালো খেলো। ট্যাক্সি ড্রাইভার (পিছনে বসে দুই ক্রিকেটারের দিকে যা়। ঘুরিয়ে) আপনিই ম্যান্ডওয়েল! ম্যান্ডওয়েলঃ হ্যাঁ আমিই ম্যান্ডওয়েল। ট্যাক্সি ড্রাইভারঃ সরি! ক্ষমা করে দেনেন। আপনাকে চিনতেই পারিনি!



সুচিকিংসা

২৬ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১ জানুয়ারি ২০২৪

হৃদয়ের মেরামতি

- ক্যান্সার, ভয়, মানসিক চিন্তা...
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সহজ সতর্কতা...
- জরায়ু ক্যানসার প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ প্রের্য
- তামাক • ভারতীয় সমাজের জন্য অভিশাপ্
- হাটের ভালবের সমস্যায়া হৃদরোগ
- খাদ্যনালীর ক্যান্সার চিকিৎসায়...
- নতুন বছরে আপনার হাঁটুর যত্নগ ভুলে যান
- হাটের অসুখ প্রতিরোধে সার্বিক সতর্কতা
- হৃদরোগের রিস্ক ফ্যাক্টর
- হৃদয়ের মেরামতি করতে খাদ্যাভ্যাস

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন